বিশ্বধনতন্ত্র আজ যতো সংকটের আবর্তে পড়ে ছটফট করছে তারা ততো বেশী নৃশংস হয়ে উঠছে! নিপীড়িত মানুষের ওপর চালাচ্ছে অন্যায় অত্যাচার আর নিষ্পেষণ। তাদের নিজেদের সৃষ্ট গণতন্ত্রকেও আজ আর তারা বরদাস্ত করতে পারছে না! ক্রমে ক্রমে তারা জল্লাদের রূপে ধারণ করতে চলেছে। তাদেরই অন্তর্দ্বন্দ্বের কিছুটা রূপ প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে এ নাটকে।

এই নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের রুখে দাঁড়াবার যে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চলেছে, বাঁচার মত বাঁচবার যে তাগিদ দেখা দিয়েছে তারই আলোর ইশারা এ নাটকে আছে মাত্র।

যাদের জন্যে এই নাটক লেখা সেই অগণিত নির্যাতিত মানুষের কাছে কিছু যদি বলে থাকতে পারি তাহলেই নিজেকে ধন্য মনে করব। এই নাটক লিখতে যাঁরা আমায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে বন্ধু নিখিল মুখোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন ঘোষ, কালীপদ দাসের. নাম উল্লেখ্য। মনোরঞ্জন বিশ্বাস নাটকটির নামকরণ করেছেন। প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে শ্রদ্ধেয় দেবব্রত মুখোপাধ্যায় আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

॥ লেখকের অন্যান্য নাটক ॥

॥ পূর্ণাঙ্গ নাটক ॥

মানব

অভিশপ্ত ক্ষুধা

খরনদীর স্রোতে

হরিপদ মাষ্টার

জতুগৃহ

দোলা

বর্ণপরিচয় (বিদ্যাসাগর জীবনী)

॥ কিশোর নাটক ॥

হঠাৎ রাজা

অংকুর

হবুরাজার দেশে

॥ একাংকিকা ॥

ইতিহাসের ইঙ্গিত

লুণ্ঠন-রাজ

রক্তেবোনা ধান

চোদ্দপাকে বাঁধা

ব্যঙ্গ

জবাব

ডাক্তারী

শুভদৃষ্টি

মালাবদল

সাজো রণ সাজে

সংবিধান বিভ্রাট

॥ শেকল ছেঁড়ার গান ॥

॥ নাট্যমুহূর্ত ॥ ॥ এক ॥

[রাজপ্রাসাদের একটা দিক। একধারে পাথরের একটা সিংহাসন দেখা যাচ্ছে। আশে পাশে উঁচু উঁচু পাথরের ঢিপি দেখা যাচ্ছে। দূরে পেছনে পাথরের ওপর কাজ করা জানালার মতও দেখা যাচ্ছে।

[পর্দা উঠতে দেখা গেল অন্ধকার মঞ্চে প্রধান মন্ত্রী নরপ্রিয় একটা পা একটা ঢিপির উপর তুলে দিয়ে আপন মনে তাকিয়ে আছে জানলার দিকে। কি যেন দেখছে আর ভাবছে! জানলা দিয়ে কিছু আলো এসে পড়ছে মন্ত্রীর গায়ে। দূর থেকে বাজনা বাজার শব্দ ভেসে আসছে। উৎসব-মুখরিত নগরের অগুনতি মানুষের জয়ধ্বনিও ভেসে আসছে মাঝে মাঝে।]

ধ্বনি ॥ জয় মহারাজ অবন্তীরাজের জয়।

সকলে ॥ জয় মহারাজ অবন্তীরাজের জয়।

[প্রবেশ করে মহারাজ অবন্তী, সঙ্গে জয়ন্ত]

অবন্তী ॥ (কথা বলতে বলতে ঢোকে) তোমাদের এই জয়মাল্যকে আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করলুম বন্ধুগণ! এ জয় শুধু আমার একার নয়, এ জয় তোমাদের সকলের। এ কি? মন্ত্রীবর, তুমি হেথা বিষন্ন নয়নে একাকী দাঁড়িয়ে আছ কেন বন্ধু?

নরপ্রিয় ॥ মহারাজ, দীন আমি। অল্পবুদ্ধি নিয়ে বাস করি এ বিশ্বজগতে।

অবন্তী ॥ সে কি কথা মন্ত্রী? তোমার মত বিরাট মনুষ্যত্ব নিয়ে কে আছে এ জগতে?

জয়ন্ত ॥ মন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় জানেন না যে—

অবন্তী ॥ তার চেয়েও বড় কথা তোমার মত পণ্ডিতকে মন্ত্রীত্বের আসনে পেয়ে ধন্য আজ অবন্তী সাম্রাজ্য।

জয়ন্ত ॥ মহারাজ, আমার মনে হয়, মন্ত্রী মহাশয়ের মন একটু বিচলিত হয়েছে। বিমল!

অবন্তী ॥ হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয় জয়ন্ত। নরপ্রিয়, তুমি ভুলে যাও কেন, তুমি শুধুমাত্র মন্ত্রী নও। তুমি যে আমারও অতি প্রিয়, পরম আত্মীয়। থাকে যদি কোন অভিযোগ, নিশ্চয়ই শুনব আমি।

[নেপথ্যে—জয় মহারাজ অবন্তীরাজের জয়, জয় মহারাজ…]

ঐ শোনো মন্ত্রী অগণিত মানুষের জয়ধ্বনি বার বার।

নরপ্রিয় ॥ মহারাজ এতো জয় নয়, এ যে পরাজয়।

জয়ন্ত ॥ (বিদ্রূপের সুরে) পরাজয়! অত বড় কলিঙ্গ রাজ্য জয় করে এসে আজ কিনা বললে পরাজয়। হায়-হায়-হায়।

অবন্তী ॥ নরপ্রিয়! তোমার ঐ কথা উচ্চারণ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অবন্তীনগর মুহূর্তের মধ্যে থর থর করে কেঁপে উঠল।

নরপ্রিয় ॥ (কিছু বলবার চেষ্টা করল) মহারাজ—

অবন্তী ॥ তুমি একথা জানো না, এ জয়ের গৌরব শুধু তোমার আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এ জয়মাল্য আজ অবন্তী-রাজ্যের প্রতিটি মানুষ নিজ কণ্ঠে ধারণ করেছে।

নরপ্রিয় ॥ আমি যে এখনও শুনতে পাচ্ছি মহারাজ কলিঙ্গ রাজ্যের মেয়েদের বুক-ফাটা কান্না। আমি যে দেখতে পাচ্ছি মহারাজ, তাঁদের সেই আর্ত চীৎকার।—এখনও আমি যে ভুলতে পারছি না মহারাজ, স্বামীহারা বধূদের, পিতাহারা শিশুদের অন্তরের সে কি ধিক্কার আর তীব্র অভিশাপ!

জয়ন্ত ॥ (ব্যঙ্গ করে) আপনি দেখছি স্বপ্ন দেখছেন মন্ত্রী মহাশয়!

নরপ্রিয় ॥ (ধমক দিয়ে) স্বপ্ন নয় সত্য। শুধু মাত্র দেখার দৃষ্টির ফারাক।

জয়ন্ত ॥ আমিতো দেখেছি মহারাজ, কই তেমনতো কান্না দেখিনি কোথাও। বরং—

নরপ্রিয় ॥ (উচ্চকণ্ঠে) বাইরে থেকে আমরা যা দেখি, সবসময়ে ভেতরটা তাই নয়! ভেতরটা দেখতে হলে যে দূরদৃষ্টি থাকা দরকার, সে যে সবার থাকে না জয়ন্ত!

অবন্তী ॥ নরপ্রিয়, এইসব আলোচনার অনেক সময় পাওয়া যাবে বৎস। ওদিকে অজস্র মানুষ জমায়েৎ হয়েছে তোমায় আমায় বীরত্বের জয়টীকা পরাবার জন্যে। চলো বৎস, বিমুখ করো না তাদের।

[তিনজনের প্রস্থান। নেপথ্যে চীৎকার বাড়তে থাকে। জয় মহারাজ অবন্তীর জয়...জয়...'' বাদ্য-যন্ত্রও মাঝে মাঝে শোনা যায়। এরই মধ্যে প্রবেশ করে সেনানায়ক দেবতোষ।]

দেবতোষ ॥ আঃ হাঃ, কি আনন্দেই না সহর আজ মেতে উঠেছে।

শুধুমাত্র একটাই ধ্বনি। জয় মহারাজ অবন্তীর জয়। আঃ হাঃ, ঐ জয়ধ্বনি কতো না সুন্দর, কতো না মধুর ঐ জয়ধ্বনী 'জয় মহারাজ অবন্তীর জয়!' কতো উল্লাস লুকিয়ে আছে ঐ একটি কথার মধ্যে—'জয় মহারাজ অবন্তীর জয়।' ঐ একই ধ্বনি আসে বার বার। (একটু থেমে) ওরা তো জানে না, আমারই বীরত্বে কাঁদে মানুষ, বুক-ফাটা কান্না। ওরা হাসে উল্লসিত হাসি। আর জয়ধ্বনি দেয় জয় মহারাজ অবন্তীর জয়। একমাত্র জানি আমি, আমারই বীরত্বের কাহিনী। আর জানে অন্তর্যামী। কিন্তু!...

[প্রবেশ করে প্রিয়তোষ]

প্রিয়তোষ ॥ সত্যি দাদা, তোমাদের বীরত্বকে দেশবাসী প্রাণ খুলে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

দেবতোষ ॥ এতবড় যুদ্ধে যে আমরা জয়ী হতে পারবো এ কল্পনাতেও আসে নি।

প্রিয়তোষ ॥ বলো কি দাদা, তোমার কল্পনাতেও আসেনি? যার কল্পনার দৌড় হিসাব করতে বসলে নিজেকে মনে হয় কল্পরাজ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি—

দেবতোষ ॥ হ্যাঁ, প্রিয়তোষ, কল্পনা আমার অনেকদূর এগোয়। যেখানে কেউ নাগাল পায় না আমি সেইখানেই হাত বাড়াই।

প্রিয়তোষ ॥ আর কেন দাদা, অনেক দূর তো এগিয়েছ! সৈনিক থেকে সেনানায়ক। ঐটুকুতেই খুশী হবার চেষ্টা করো।

দেবতোষ ॥ না প্রিয়তোষ। দাসত্বের বন্ধন আমার ব্রত নয়। আমি চাই মুক্তি। যে মুক্তির স্বপ্ন দেখি আমি প্রতিনিয়ত।

প্রিয়তোষ ॥ যে ভাবে মুক্তি চাইছ, সে ভাবে মুক্তি নাও তো আসতে পারে ?

দেবতোষ ॥ আসবেই, আসতে বাধ্য। আমার চিন্তার পদক্ষেপে কখনই ভুল হয়নি প্রিয়তোষ।

প্রিয়তোষ ॥ হতেও তো পারে ?

দেবতোষ ॥ না। (ভাবছে) কালকের ঐ ঝোড়ো রাতে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের ভেতর দিয়ে কে যেন আমায় বারবার বলছে, এইবারই এইবারই তোমার সিদ্ধিলাভের সময় এসে গেছে। আর বিলম্ব করো না।

প্রিয়তোষ ॥ এতদিন জানতাম, মানুষের লোভ লালসারও একটা সীমা থাকে। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে-ভুল সব ভুল।

দেবতোষ ॥ তুই ভুলে যেতে পারিস। আমি যে ভুলিনি, ভুলতে পারব না পিয়তোষ, রাজঘোষ আমার নিরীহ পিতার মৃত্যুর কারণ। ভুলিনি মায়ের দারিদ্রের অপমানের কথা। অমি যে দেখেছি নিজে মায়ের চোখের জল।

প্রিয়তোষ ॥ ঐ দারিদ্রের যন্ত্রণা আর চোখের জল আমিও দেখেছি। তবে তুমি যেভাবে মোছাতে যাচ্ছ, সে ভাবে কি মায়েদের চোখের জল কোনও দিন মোছাতে পারবে ?

দেবতোষ ॥ হ্যাঁ, পারব। তাই আমি মায়ের চরণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা

করেছি তোমাদের চোখের জল আমি মুছাবই। আমার মুক্তি আমি ঘোষণা করবই।

প্রিয়তোষ॥ দাদা, যে মুক্তির জন্য তুমি চাঁদ ধরবার চেষ্টা করছ, সে চাঁদ তোমার ঐ কুটিল মনোবৃত্তির দ্বারা ধরতে পারবে কি না জানি না। হয়তো পারলেও পারতে পারো। কিন্তু মায়েদের চোখের জল তাতে মুছবে না, মুছতে পারে না। আর তোমার মুক্তি? পাবে না। আরো বন্ধনের মধ্যে কেমন করে তুমি যে নিজে জড়িয়ে পড়বে, তুমি নিজেও জানো না। [প্রস্থান]

[দেবতোষ পিছনের জানালার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নেপথ্য থেকে জয়ধ্বনি আসে বার বার। দেবতোষ খাপ থেকে তরবারি খানা নিয়ে একবার উঁচু করে ধরল, তারপর তরবারিখানা আস্তে আস্তে নাড়িয়ে একবার দেখল, তারপর খাপের মধ্যে ভরল। প্রবেশ করে দেবাচার্য। অনেকটা কাপালিকের মত দেখতে। কপালে সিন্দুর, হাতে ত্রিশূল, পরণে রক্তাম্বর।]

দেবাচার্য॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) বৎস দেবতোষ, এই যে ভালই হয়েছে। শোনো বৎস, এইমাত্র আমি ধ্যান ভেঙ্গে উঠে আসছি। দেবী আমায় স্বপ্নে আদেশ করেছেন। এই মুহূর্তে রাজ্যের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। আর সে পরিবর্তন সাধন করতে পারো একমাত্র তুমিই।

দেবতোষ॥ কি বলেছেন?

আচার্য ॥ এ আমার কথা নয়, দেবীর আদেশ।

দেবতোষ ॥ (চিন্তিত) দেবীর আদেশ তাহলে কি ?

আচার্য ॥ ঐ, ঐতো সেই চিহ্ন ! ঐতো সেই রাজটীকা। যা আমি এইমাত্র দেখে এলুম ধ্যানে (দেবতোষের কপালের দিকে তাকিয়ে থাকে)।

দেবতোষ ॥ ও রাজটীকা নয়, জয়তিলক।

আচার্য ॥ বৎস, আমি এই সাতদিন একনাগাড়ে ধ্যানে বসেছিলুম। প্রার্থনা ছিল রাজ্যে শান্তি ফিরে আসুক। এই মুহূর্তে যে দৃশ্য আমি দেখে এলুম, সে তো ভুলে যাবার কথা নয় বৎস। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পেলুম, দেবী তোমায় রাজটীকা পরিয়ে দিচ্ছে।

দেবতোষ ॥ আমায় !

আচার্য ॥ হ্যাঁ বৎস, তোমায়। তুমিই হবে এ রাজ্যের যোগ্য অধীশ্বর। এ আমার কথা নয়, দেবীর স্বপ্নাদেশ। মা, কালী করালবদনি। মাগো, মা, একবার মুখ তুলে তাকা মা।

দেবতোষ ॥ কি সব বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।

আচার্য ॥ আমি কি করব বৎস। এ যে দেবীর আদেশ। মা মা কালী করালবদনি।

দেবতোষ ॥ দেবীর আদেশ ? তাহলে যা ভাবছি মিথ্যা নয়।

আচার্য ॥ দেবতার আশীর্বাদ, কপালের লিখন আর দেবাচার্যের ভবিষ্যৎবাণী। ত্র্যহস্পর্শ ! এতো ভুল হতে পারে না। মা, কালী করালবদনি—মা-মা-মা গো—

দেবতোষ ॥ তাহলে কাল ঝোড়ো বাতাস যা বলেছে আমায়—

আচার্য ॥ আজ দেবীও তাই বলেছে আমায়।

দেবতোষ ॥ ঠিকই বলেছেন আচার্য। বোধ হয় শুভস্য শীঘ্রম্।

আচার্য ॥ অতীব শীঘ্রম্।

দেবতোষ ॥ বলুন আচার্য, কেমন করে সম্ভব? পথ বলে দিন।

আচার্য ॥ এক পথ আছে খোলা। মা-কা-লী-ই—

দেবতোষ ॥ কি সেই পথ?

আচার্য ॥ অধীর হোয়ো না। ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করে বলো। পারবে কি সেই পথ অবলম্বন করতে? (দাঁতে দাঁত চেপে) মা-কালী মা—

দেবতোষ ॥ এমন কি কাজ থাকতে পারে আচার্য, যা দেবতোষের পক্ষে অসাধ্য?

আচার্য ॥ অসাধ্য নয়। একমাত্র তোমারই পক্ষে তা সম্ভব বৎস। সামান্য একটু বিষ ও একটুকরো বটিকা সরবৎ-এর মধ্যে —ঐ শ্বেত বর্ণ চেহারাটাকে নীল বর্ণে পরিণত করতে হবে। (দাঁতে দাঁত চেপে) মা-কালী-করালবদনি-মা-গো—

দেবতোষ ॥ কেন পারব না আচার্য! ঐ সিংহাসনে বসার জন্য হেন কাজ নেই এ পৃথিবীতে যা আমার অসাধ্য। কিন্তু কেমন করে, কবে, কোন সময়ে বলুন আমাকে!

আচার্য ॥ মহারাজের জন্মদিন আগতপ্রায়। শুধু আমার দিনটা জানা নেইকো! জয়ন্ত আসছে এই দিকেই। ওর কাছেই জানতে হবে সব কিছু। দাও ওকে প্রলোভন।

সেনাপতির পদে বসাবো তোমায়। (দাঁতে দাঁত চেপে) মা-মা-কালী করালবদনি।

দেবতোষ ॥ ঠিক বলেছেন। সেই সঙ্গে বিদূষককেও পেলে মন্দ হয় না কি বলেন ?

আচার্য ॥ হ্যাঁ, ঐ আসে জয়ন্ত, সঙ্গে বিদূষকও।

দেবতোষ ॥ আরে এসো এসো জয়ন্ত। তারপর কি সংবাদ বিদূষক ?

জয়ন্ত ॥ সংবাদ অতি চমৎকার সেনাপতি। নরপ্রিয় ক্ষেপে গেছে মহারাজের উপর। পররাজ্য জয় করা ছিলনাকো বাসনা তাঁর। তাই উঠে পড়ে লেগেছে এখন গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

আচার্য ॥ ভালই তো, এই অবসর।

দেবতোষ ॥ জয়ন্ত, জানো তুমি মহারাজের জন্মদিন কবে ?

জয়ন্ত ॥ দু'টো উৎসব একই সঙ্গে পালিত হবে এবার। একাধারে অঙ্গ রাজ্যের বিজয় উৎসব, অন্যধারে মহারাজ অবন্তীর জন্মদিন।

দুজনেই ॥ কবে সেই দিন ?

বিদূষক ॥ তিরিশে শ্রাবণ।

দেবতোষ ॥ শ্রাবণের শেষ ধারা বহিবে সেদিন।

আচার্য ॥ বাঃ চমৎকার দিন ! একই সাথে লাগবে আবার চন্দ্র-গ্রহণ সেদিন। মা-মা-কালী করালবদনি।

জয়ন্ত ॥ হ্যাঁ, চন্দ্রগ্রহণের পূর্বেই মহারাজের সব থেকে প্রিয়জন নরপ্রিয়র হাতে করবেন পান একপাত্র সরবৎ।

বিদূষক ॥ শোনা যাচ্ছে হুজুর, মহারাজের নতুন দলিল, যেটা নরপ্রিয়র নামে লেখা হয়েছে, ঐ দিন তাও উপস্থিত করবেন।

আচার্য ॥ আর অবসর নেই দেবতোষ। সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই।

দেবতোষ ॥ চাঁদের যেন হয় চির অবসান।

আচার্য ॥ কিন্তু কে সেই গুরুদায়িত্ব পালন করবে! ঐ সুন্দর পাত্রের মধ্যে এক বিন্দু বিষ ফেলে দিয়ে আনন্দ মুখরিত সমস্ত অবন্তী নগরীকে নিস্তব্ধ করে দেবে কে? মা-মা-কালী করাল বদনি--মা—

দেবতোষ ॥ কে সেই বীরপুরুষ?

জয়ন্ত ॥ এ কাজ পারে সহজভাবে একমাত্র বিদূষক স্বয়ং। তার সেই স্বভাবজাত ভাঁড়ামির মধ্যে দিয়েই একমাত্র সম্ভব।

বিদূষক ॥ ঐ পাপ কাজটা আমার ঘাড়ে কেন বাবা?

দেবতোষ ॥ তুমি চিরকাল বিদূষক কেন থাকবে? ভাঁড়ামিই কি তোমার জীবনের একমাত্র ব্রত! তুমি কি পারিষদ হতে চাও না।

বিদূষক ॥ সত্যি বলছেন সেনানায়ক, আমার বহুদিনের মনের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেবেন?

দেবতোষ ॥ হ্যাঁ বিদূষক, আমি যে তোমাদের মর্মে মর্মে চিনি, জানি, তাই তোমার মনোস্কামনা আমি পূর্ণ করবই। তুমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করো বিদূষক।

বিদূষক ॥ তার-পর?

আচার্য ॥ তারপর চাকা আস্তে আস্তে ঘুরবে। মা-কালী করাল বদনি—মা-মা-মাগো—

দেবতোষ ॥ দেশের শাসন ব্যবস্থা পাল্টে যাবে। নতুন মন্ত্রী, নতুন সেনানায়ক, নতুন পারিষদবর্গ নিয়ে নতুনভাবে রাজা রাজ্য চালাবে।

আচার্য ॥ মা-কালী-করাল বদনি—মা-মা-মাগো।

॥ পর্দা ॥

॥ নাট্যমুহূর্ত ॥ ॥ দুই ॥

[দৃশ্য সজ্জা পূর্বের ন্যায় থাকবে। মহারাজ অবন্তী সিংহাসনে বসে আছে। আশে-পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেবতোষ, জয়ন্ত ও বিদূষক। পর্দা উঠতে দেখা গেল সকলেই খুব হাসছে। নেপথ্যে মাঝে মাঝে যন্ত্র সংগীতের ঝংকার ভেসে আসছে। প্রবেশ করে দেবাচার্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পোষাকে। হাতে একটা থালায় ধান, দূর্বা ইত্যাদি।]

দেবতোষ ॥ আসুন আচার্য মশাই। আজ এই শুভদিনে আপনার আগমনে আমরা ধন্য হলুম।

জয়ন্ত ॥ আজ মহারাজের জন্মদিন।

বিদূষক ॥ তার ওপর আবার অঙ্গ রাজ্য জয়ের বিজয় উৎসব।

জয়ন্ত ॥ বাইশে শ্রাবণের ধারা বইছে—

দেবতোষ ॥ আর ভেতরে চলেছে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ। কত যে চমৎকার লাগছে দিনটা আমার।

বিদূষক ॥ একটু পরেই অবশ্য চন্দ্রগ্রহণ হবে।

আচার্য ॥ মেঘ ক্ষণেকের—

দেবতোষ ॥ চাঁদতো আবার উদয় হবে।

বিদূষক ॥ তখন আমরা মুছে ফেলব মেঘে ঢাকা চন্দ্রগ্রহণের কলঙ্কময় স্মৃতিকে।

আচার্য ॥ (মহারাজের সামনে গিয়ে সব কিছু আড়াল করে দাঁড়াবার চেষ্টা করে) মহারাজ, সর্বপ্রথম আপনার জন্মদিনে

ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। আজকের মত এই জন্মদিন যেন আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে পালন করতে পারি। মা-কালী-করাল বদনি, তুই মহারাজকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ কর মা—। মা-মা-মাগে—

[প্রবেশ করে নরপ্রিয়। গায়ে চাদর, হাতে এক পাত্র সরবং। নরপ্রিয় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে, ওর কাছে ছুটে চলে যায় বিদূষক।]

বিদূষক॥ মন্ত্রীমশাই, আপনি যাই বলুন, ঐ পবিত্র সরবৎটি আমি মহারাজকে নিজের হাতে দেবো। তাইতো আজ যুদ্ধের পোষাকে এসেছি—হো-হো-হো—।

দেবতোষ॥ (হট করে ছুটে এসে) মন্ত্রীমশাই এসে গেছেন ভালই হয়েছে। আপনার সঙ্গে এই মুহূর্তে আমার একান্ত গোপনীয় কথা আছে।

[ইতিমধ্যে বিদূষক নরপ্রিয়র হাত থেকে পাত্রটি কোন্ ফাঁকে নিয়ে একটু পাশ কাটিয়ে এসে কি একটা মিশিয়ে দিল। তারপর আবার মন্ত্রীর হাতে দিতে যায়।]

নরপ্রিয়॥ খুব জরুরী? কি বিষয়ে দরকার দেবতোষ?

দেবতোষ॥ এখানে বলা সম্ভব নয়। আমি নিকটেই আছি। আপনি কাজ সেরে একটু দেখা করে যাবেন দয়া করে। (প্রস্থান)

বিদূষক॥ না মন্ত্রীমশাই। এ যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালার মত মনে হচ্ছে। এ আমার শোভা পায় না। ভেবে

দেখলাম, আজ যদি মহারাজ দুঃখ পান, সারজীবন দগ্ধে দগ্ধে মরে যেতে হবে আমায়। আমার অজ্ঞতাবশে এই পবিত্র সরবৎটা স্পর্শ করে ফেললাম। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না মন্ত্রীমশাই, অধমকে ক্ষমা করবেন।

নরপ্রিয় ॥ অপরাধের কি আছে? তোমার স্পর্শে এই পবিত্র জিনিসটি অপবিত্র হয়নি। (মহারাজের কাছে গিয়ে) মনের পবিত্রতাই সব। বুঝলে বিদূষক, মহারাজ—

অবন্তী ॥ এসো নরপ্রিয়, তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা করে আছি। সভাসদগণ, আজ এই শুভদিনে আপনাদের সামনে আমি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি—আমার অবর্তমানে এই বিশাল সাম্রাজ্যের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত ব্যক্তি যিনি, তিনি হচ্ছেন আমারই পরমাত্মীয় মহামান্য মন্ত্রীবর নরপ্রিয়। তাঁর ঐ বিরাট পাণ্ডিত্য সর্বসাধারণের সেবায় যদি কিছুমাত্র কাজে আসে তাই আজ এই শুভদিনে সর্বান্তঃকরণে প্রর্থনা করি। সভাসদগণ, আপনাদের সম্মুখেই এই সনদে স্বাক্ষর করলুম আমি।

[অবন্তী একটা সনদে কলম নিয়ে স্বাক্ষর করল। আচার্য্য সনদটা কোথায় রাখে লক্ষ্য রাখল।]

বিদূষক ॥ অপরাধ নেবেন না মহারাজ, আমার একটা ছোট্ট গল্প মনে পড়ল।

নরপ্রিয় ॥ মহারাজ, এক্ষুণি গ্রহণ লেগে যাবে। এটুকু পান করে নিন।

[সরবৎটা মহারাজের কাছে এগিয়ে দিল।]

অবন্তী ॥ বলো বিদূষক। তোমার রসের গল্পটা আগে বলো।

বিদূষক ॥ এক অঙ্ক-শাস্ত্রের পণ্ডিত নদী পার হবার জন্তে এপারে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝিকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ হে মাঝি, বলতো বাবা, সামনে কতটুকু জল? মাঝি বলল, প্রথমে গোড়ালি অবধি। খাতায় লিখে নিল পণ্ডিত। আবার প্রশ্ন, তারপর? মাঝি বলল, আর একটু বেশী-হাঁটু অবধি। আবার প্রশ্ন, এরপর? আর একটু বেশী। পণ্ডিত লিখে নিয়ে বলল—আচ্ছা, ওপারেও কি ঐ রকম জলই হবে? মাঝি বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ—একই ভাবে এসেছে। পণ্ডিত ঐ খানেই খাতা পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক কসতে আরম্ভ করল। অঙ্কের হিসেবে দেখা গেল গড়ে হাঁটু অবধি জল। পণ্ডিত মহানন্দে নিশ্চিন্তে হাঁটতে আরম্ভ করল।

অবন্তী ॥ কি হল তারপর?

বিদূষক। আর তাঁকে পাওয়া গেল না। মাঝনদীতে জল গলা ছাড়িয়ে গেছে কিনা। পণ্ডিতের হিসেবে তা পাওয়া গেল না।

অবন্তী তুমি একটা বেরসিক গল্প বললে বিদূষক। তোমার ভাঁড়ার খালি হয়ে গেছে নাকি?

বিদূষক ॥ না মহারাজ—অনেক আছে।

নরপ্রিয় ॥ মহারাজ, সূর্য প্রায় অস্তগামী—

অবন্তী ॥ ওঃ হ্যাঁ—

জয়ন্ত ॥ এসো, আমরা সকলে মিলে মহারাজের দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে একটা গান ধরি—

[গান]

আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার……

[নেপথ্য থেকে যন্ত্র সঙ্গীতের ঝঙ্কার ভেসে আসে। মঞ্চেও সকলেই চীৎকার করে গান গাইতে থাকে। কিছুটা সরবৎ পান করবার পর, অবন্তী চীৎকার ক'রে উঠে। ছট্ ফট্ করতে থাকে।)

অবন্তী ॥ ওঃ গেলুম। ওঃ-ওঃ-ওঃ-কি যন্ত্রণা! বুকের ভেতরটা আমার জ্বলে যাচ্ছে।

[কিছুক্ষণের মধ্যেই সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সকলেই মহারাজের কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়ায়।]

সকলে ॥ মহারাজ, মহারাজ—

নরপ্রিয় ॥ (কেঁদে আছড়ে পড়ে মহারাজের ওপর) মহারাজ—

[আচার্য এই সুযোগে ছুটে গিয়ে সনদটা হস্তগত করে সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।]

আচার্য ॥ সরবৎ-এর রংটা নীল হয়ে গেছে। তাহলে কি বিষ ছিল!

নরপ্রিয় ॥ (মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল) লাল রং নীল হয়ে গেল!

বিদূষক ॥ শেষে আমি-ই পাপ কাজটা করতে যাচ্ছিলুম— ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

জয়ন্ত ॥ (চীৎকার করে) বন্ধ করো, বন্ধ করো আনন্দ উৎসব।
আজ আমরা পিতৃহারা। শোনো তোমরা—

[ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে দেবতোষ, শ্রেষ্ঠী শঙ্করাদিত্য প্রভৃতি]

সেনানায়ক, আমাদের মহারাজ আর জীবিত নেই।

দেবতোষ ॥ (ঝাঁপিয়ে পড়ে) মহারাজ—মহারাজ—

[নরপ্রিয় এক জায়গায় পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে।]

নরপ্রিয় ॥ সর্বং-শূ-ন্য-ম !

[কোলাহল, কান্না, চীৎকারের মধ্যে পর্দা পড়ে]

* পর্দা *

॥ নাট্যমুহূর্ত ॥ ॥ তিন ॥

[দৃশ্যসজ্জা পূর্বের ন্যায় থাকবে। পর্দা উঠতে দেখা গেল দেবাচার্য ও দেবতোষ দু'জনেই গম্ভীরভাবে আলোচনা করতে করতে প্রবেশ করে।]

দেবতোষ ॥ কি বলছেন আচার্য? ভুল!

আচার্য ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভুল। ভুল আমরা করেছি সেদিন। যেদিন মহারাজ চিরবিদায় নিলেন। আমিতো অবাক হয়ে গেলুম বৎস, কেন—কেন তুমি বিঁধিয়ে দিলে না সেই মুহূর্তে মহারাজহন্তাকারী নরপ্রিয়র বুকে শাণিত কৃপাণ।

দেবতোষ ॥ তখন আমি একটু দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলুম। বুঝতে পারিনি।

আচার্য ॥ এখন তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো।

[প্রবেশ করে শ্রেষ্ঠী ও শঙ্করাদিত্য]

আদিত্য ॥ সেনানায়ক, আমরা আপনার কাছে এসেছি অনেক আশা নিয়ে।

দেবতোষ ॥ বলুন আদিত্য, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

আদিত্য ॥ রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করছিলাম শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে। বলুন শ্রেষ্ঠী, আপনার কথা আপনিই বলুন।

শ্রেষ্ঠী ॥ দেখুন সেনাপতি, হামরা ব্যবসা করতে চাই। হামাদের স্বার্থ যে দেখবে, একমাত্র তাকেই হামরা রাজাধিরাজ

করবে। হামরা আরো বেশী ব্যবসা করতে চাই। রাজার সহযোগিতা চাই।

আদিত্য ॥ আপনি একটু বুঝে দেখুন। আমাদের জমিদারী, জায়গীরদারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি যে দেবে, এক মাত্র তাকেই আমরা রাজাধিরাজ করব ঠিক করেছি।

শ্রেষ্ঠী ॥ নরপ্রিয়কে হামরা বিশ্বাস করতে পারছি না।

আদিত্য ॥ ওর মাথায় যে কি সব ভূত চেপেছে—বোঝা ভার।

শ্রেষ্ঠী ॥ কি সব গণতন্ত্র-মনতন্ত্র বলে, হামরা বুঝি না মশাই। হামি বুঝি এক কথা। হামি ওকে রাজা বানাতে চাই না। হামি বাবা রাজা বানাবো তোমাকে-তুমি হামাকে অবাধ ব্যবসা কোরার সুযোগ কোরে দাও।

দেবতোষ ॥ মাননীয় শ্রেষ্ঠী, আদিত্য মশাই, আপনারা আমার সহায় হোন। আমি এই সিংহাসন ছুঁয়ে শপথ করছি (ছুটে গিয়ে সিংহাসনে হাত দেয়) আপনাদের বিনা পরামর্শে এক পা-ও এদিক ওদিক হবো না। আপনাদের স্বার্থের হানি হোক, এমন কোন কাজ আমি বরদাস্ত করব না।

আদিত্য ॥ সেনানায়ক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জয় আপনার সুনিশ্চিত।

আচার্য ॥ কেমন করে? আপনি কি জানেন শ্রেষ্ঠী, সারা দেশময় ছড়িয়ে আছে যার নাম এ রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন মহারাজের সব থেকে প্রিয়পাত্র সেই নরপ্রিয়। তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবেন কেমন করে?

শ্রেষ্ঠী ॥ জনমত পালটে দিতে হবে।

আদিত্য ॥ হ্যাঁ আচার্য্য, মানুষের মনকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে পাল্‌টে দেওয়াটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

আচার্য্য ॥ কেমন করে? ও যে মানুষের অতি প্রিয়পাত্র।

শ্রেষ্ঠী ॥ (একটা থলি বার করে) এই নিন। যত লাগে খরচ করে যান। এক বাং মনে রাখবেন, কয়েক মুহূর্তের জন্যে মানুষের মনকে পালটাতে হলে এই চাঁদি-ই একমাত্র ভরসা। [প্রস্থান]

আদিত্য ॥ আপনার শুভ কামনা করি সেনানায়ক। ভয় পাবেন না, আরো লাগে আমি সহায় আছি আপনার। জয় আপনার সুনিশ্চিত। [প্রস্থান]

আচার্য ॥ সবইতো হলো দেবতোষ, এখন তোমার ঘর কেমন করে সামাল দেবে?

দেবতোষ ॥ ঘর?

আচার্য ॥ হ্যাঁ, তোমার ঘর। তোমার আপন ভাই আজ তোমার পরম শত্রু। তার মুখ বন্ধ করবে কেমন করে?

দেবতোষ ॥ আপনি ভুল করছেন। ও আমার শত্রু হতে পারে না। সত্যি ও আমার প্রাণের ভাই।

আচার্য ॥ তবু ভালো তোমার প্রাণের ভাই। এইদিকেই আসছে দেখছি—মা-কালী-করালী-মা—

দেবতোষ ॥ ঠিক আছে, আমি ওকে বোঝাচ্ছি।

আচার্য ॥ হ্যাঁ বোঝাও। আমি বরং ও দলের কিছু লোক

ধরে নিয়ে আসি। (ফিরে এসে) একটা কথা মনে রেখো দেবতোষ, এ হচ্ছে রাজনীতি! একটু আগে যাদের কাছে শপথ করেছ, তাদের স্বার্থ রক্ষাই হচ্ছে তোমার পরম দায়িত্ব! এক্ষেত্রে পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী এমন কি স্ত্রীও হয়ে যায় পরম শত্রু। যেখানে কূটনীতি, সেখানে ভাইতো কোন্ ছাড়, আপন সন্তানও হয়ে যায় শত্রু। এই-টুকুই মনে রেখো। মা-কালী-করাল-বদনী-মা-মাগো

[প্রস্থান]

দেবতোষ ॥ প্রিয়তোষ! সে আমার ভাই। ছোটবেলায় কত খেলেছি তার সাথে। কত স্বপ্ন দেখেছি তোতে আর আমাতে। কতদিন একই মায়ের কোলে বসে আছি আমরা দুটি ভাই। মা বলত তোরা দুটি একই গলার হার। একদিন প্রিয়তোষের ত্যাগেই আমি হয়েছিনু সেনানায়ক। আর আজ? সেই আমার পরম শত্রু? না-না, এ কেমন করে সম্ভব? এ যে কল্পনার অতীত!

[প্রবেশ করে প্রিয়তোষ]

প্রিয়তোষ!

প্রিয়তোষ ॥ দাদা, কিছু বলবে আমায়?

দেবতোষ ॥ হ্যাঁ ভাই, তোর সাথে কিছু কথা ছিল, একান্ত গোপনে।

প্রিয়তোষ ॥ বলো দাদা।

দেবতোষ ॥ আজ-ই এই মুহূর্তেই ভাবছিলুম প্রিয়তোষ, ছোটবেলার সেই দিনগুলোর কথা। মনে পড়ে তোর সেই-তুই আর

আমি কতদিন, কত স্বপ্ন দেখেছিনু বারেবার। সেই তুই বলতিস দাদা আমার মনে সাধ জাগে তুমি জ্যেষ্ঠ, তুমি হবে এ রাজ্যের রাজা। আর আমি হবো সেনাপতি সেথা।

প্রিয়তোষ ॥ হ্যাঁ দাদা, পড়ে মনে সেই ফেলে আসা হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা। সত্যি কি চমৎকার না?

দেবতোষ ॥ সেই তুই আর আমি গিয়েছিনু সমুদ্রে চান করতে, উত্তাল তরঙ্গের মত আসে ঢেউ বারে বার—সে কি অপূর্ব দৃশ্য! মনে পড়ে তোর?

প্রিয়তোষ ॥ হুঁ পড়ে। (হাসতে হাসতে) তুমি কিন্তু সেই ঢেউ দেখে ভয়ে পালাতে চেয়েছিলে দাদা। শেষে আমি-ই তোমায় সাহস যোগাই। হাঃ…হাঃ…হাঃ… ।

দেবতোষ ॥ সত্যি, আমি সমুদ্রের ঢেউ দেখে ভীষণ ভয় পেতাম। হ্যাঁ, তোর সেই কথাটা আবছা মনে পড়েছে। তুই বলেছিলিস না, ভয় কি দাদা? ওতো সমুদ্রের ঢেউ। ও আসে নিজস্ব স্রোতের তালে। মানুষ তো নিজের শক্তির ওপর ভর করে চলে। সে কেন হার মানবে এ জলের কাছে?

প্রিয়তোষ ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ। তার সঙ্গে আরও বলেছিলুম, সমুদ্রের সীমা নেই একথা যেমন সত্য, তার চেয়েও আরও বেশী সত্য মানুষের দীপ্ত বুদ্ধির কোন সীমা নেই, শেষ নেই। প্রতি মুহূর্তে কত না বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে মানুষ বেঁচে থাকে—লড়াই করে।

দেবতোষ ॥ হ্যাঁরে, এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে সমুদ্রের সেই উত্তাল তরঙ্গ। সেই ঢেউয়ের ঝাপ্‌টার সঙ্গে আমরা ছ'টি ভাই একই সাথে গলা জড়াজড়ি করে কি সাংঘাতিক লড়াই লড়েছিলুম সেদিন। ওঃ—

প্রিয়তোষ ॥ যৌবনের সেই অসংগঠিত চিন্তাগুলো আজ জীবনে কত সত্য হয়ে গেছে। ভাবতে গেলে কেমন লাগে, না?

দেবতোষ ॥ আয়, আমরা ছুটি ভাই এক হয়ে এই রাজত্বটাকে হাতে নিয়ে নতুন করে গড়ে তুলি। সেদিন তোরই সাহসের ওপর ভর করে ঢেউয়ের ঝাপ্‌টার সঙ্গে লড়াই করেছিলুম। আয় ভাই, আজও তোরই সাহসের ওপর ভর করে এই রাজত্বটাকে হাতে নিয়ে নতুন করে একটা বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করি।

প্রিয়তোষ ॥ কিন্তু দাদা, আজ যে প্রতি মুহূর্তেই জাগে প্রশ্ন নানারকম।

দেবতোষ ॥ সব প্রশ্নেরই সমাধান হবে। আয় ভাই, আমাদের ছোটবেলাকার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলি আয়।

প্রিয়তোষ ॥ ছোটবেলাকার স্বপ্নের মধ্যে ছিল কত আজগুবি আকাঙ্খা! ছিল রূপকথার দেশে যাবার কত কল্পনা। আজ যে স্বপ্ন দেখি মনে হয় কত তফাৎ, কত রূঢ় বাস্তব। কিন্তু আজ! তার সঙ্গে জীবনের কত সমস্যা আছে জড়িয়ে—

দেবতোষ ॥ নরপ্রিয়র পক্ষেই যদি তা সফল করা সম্ভব হয়, আমি-ই বা কেন তা সফল করতে পারব না?

প্রিয়তোষ ॥ সে অনেক কথা। ওসব কথা থাক দাদা!

দেবতোষ ॥ নরপ্রিয় চায় মানুষ সুখে থাক। আমিও তো তাই চাই।

প্রিয়তোষ ॥ ঐ চাওয়ার মধ্যেই রয়ে গেছে একটা বিরাট ফারাক। মনের ফারাক, চিন্তার ফারাক, আর আছে মূল সমস্যাকে জানবার ফারাক।

দেবতোষ ॥ তাহ'লে এই কথাই হ'ল সত্যি! তোর আর আমার মধ্যে রয়ে গেল বিরাট প্রাচীর!

প্রিয়তোষ ॥ আমি নিরুপায় দাদা।

দেবতোষ ॥ কেন ভাই? কেন তোতে আমাতে এতো তফাৎ! আমি কি তোর কাছে এতই অযোগ্য?

প্রিয়তোষ ॥ যোগ্য অযোগ্যর কথা নয় দাদা। এখানে রয়ে গেছে চিন্তার গরমিল।

দেবতোষ ॥ কিন্তু তোতে আমাতে কিসের চিন্তার গরমিল?

প্রিয়তোষ ॥ তুমি বুকে হাত দিয়ে বলতো দাদা, যারা আজ তোমায় ঐ সিংহাসনে বসাচ্ছে, তারা কি নিজের স্বার্থকে ছেড়ে দিয়ে দেশের স্বার্থকে রক্ষা করবে কোনও দিন? তুমি জানো না দাদা, তুমি কাদের হাতের পুতুল হ'তে চলেছ!

দেবতোষ ॥ (উত্তেজিত হয়ে) পুতুল নয়, রাজাধীরাজ।

প্রিয়তোষ ॥ রাজা নয়, এ শ্রেষ্ঠী আর শঙ্করাদিত্যদের পুঁজির পাহারাদার।

দেবতোষ ॥ (উত্তেজিত হয়ে) প্রিয়তোষ, রসনা সংযত করে কথা বলো।

প্রিয়তোষ ॥ নির্মম কিন্তু নিরর্থক নয়। কতক্ষণ তুমি ঐ রাজার আসনে থাকবে দাদা? যখনই ওরা দেখবে, তুমি ওদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছ, তখনই ঐ বেনিয়া স্বার্থলোলুপ মানুষগুলো দূর করে ফেলে দেবে সিংহাসন থেকে। তখন কোথায় তলিয়ে যাবে তুমি, কোন্ সমুদ্রের তলে—

দেবতোষ ॥ (ধমক দিয়ে) প্রিয়তোষ, অযথা কেউ আমায় উপদেশ দিক, আমি পছন্দ করি না।

প্রিয়তোষ ॥ আমি যাই দাদা।

দেবতোষ ॥ তাহলে এই কথাই ঠিক হ'ল যে, তুই ভাই হয়ে ভায়ের বিরুদ্ধাচরণ করবি?

প্রিয়তোষ ॥ না দাদা, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। দাদা, থাকো তুমি আমার অন্তরের নির্মল ভক্তিকে জয় করে।

দেবতোষ ॥ প্রিয়তোষ, সত্যি বলছিস?

প্রিয়তোষ ॥ হ্যাঁ দাদা, এই আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি। এ শ্রদ্ধা আমি তোমার তরে রেখে যাবো আজীবন ধরে। তবে হ্যাঁ, আদর্শগত দ্বন্দ্ব যদি আসে এর মধ্যে, তখন কিন্তু আমি গ্রহণ করব যেটা মহৎ। যা সকল মানুষের কাজে আসবে সেইটেই।

দেবতোষ ॥ আমিও তো তাই চেষ্টা করছি ভাই। এ যে আমার মায়ের চরণ ছুঁয়ে শপথ। দরিদ্রকে আমি নিজে চোখে দেখেছি ভাই। তাই শপথ করেছি দারিদ্র্যকে চিরতরে মোচন করব ভাই।

প্রিয়তোষ ॥ আর ধনী? তাদের তুমি কি করবে?

দেবতোষ ॥ তারাও থাকবে তাদেরই আসনে সমান অধিকারে বেঁচে। সবাইকে সন্তুষ্ট করাই তো রাজার কর্তব্য ভাই।

প্রিয়তোষ ॥ কল্পনার দৌড় যে তোমার অনেক দূর! তা আমি জানি দাদা। তাতে শ্রেষ্ঠীরা সত্যিই আরো বড় হবে। আদিত্যরা আরো জেঁকে বসবে। কিন্তু মায়েদের চোখের জল তাতে মুছবেনা দাদা, মুছতে পারে না।

দেবতোষ ॥ এ যে আমার মায়ের চরণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা। এ আমায় সফল করতেই হবে।

প্রিয়তোষ ॥ ও তুমি পারবে না, পারতে পারোনা। তুমি জাননা দাদা, তুমি কোন ফাঁকে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছ ঐ শ্রেষ্ঠীদের পদতলে।

দেবতোষ ॥ আমি!

প্রিয়তোষ ॥ হ্যাঁ দাদা তুমি। তুমি বড় হবার জন্য যা করতে চলেছ, তা থেকে তুমি ত' মুক্তি পাবে না। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি দাদা, আরো বেশী বন্ধনের মধ্যে তুমি আবদ্ধ হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে এও দেখতে পাচ্ছি, মানুষ নিজ মুক্তি ঘোষণা করেছে বহু যুগ ধরে। সেই মুক্তি দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে জন সমুদ্রের মত। সেই সমুদ্রের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে তোমাদের ঐ ভুয়ো আদর্শ। আমি দেখতে পাচ্ছি দাদা, সেই উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ। যে ঢেউ দেখে একবার তুমি পালিয়েছিলে, এবার

সেই ঢেউ আরো বিরাট আকার ধারণ করে এগিয়ে আসছে। সেই ঢেউয়ের সামনে পড়ে তোমরা কোন্ অতল তলে তলিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে, কেউ জানে না।

[প্রস্থান]

[দেবতোষ সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে গিয়ে সিংহাসনটাকে ভাল করে দেখে। সিংহাসনের তলায় সিংহাসনটাকে বুকে চেপে ধরে বসে। প্রবেশ করে আচার্য ও তাঁতি]

আচার্য ॥ (কথা বলতে বলতে ঢোকে) তা হ্যাঁরে তাঁতি, তোদের নাকি আর ধর্মে কর্মে আস্থা নেই বাবা। মা-মা-মাগো—

তাঁতি ॥ ধর্ম করে কি হবে আচার্য মশাই ? অধার্মিকরাইতো সমাজে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে গো !

আচার্য ॥ তাব'লে কি ধর্ম দেশ থেকে উঠে যাবেরে, এ্যাঁ ?

তাঁতি ॥ না, তা উঠবে কেনে ? আমাদের মত বোকা হাবরারা যতদিন বাঁচি থাকবে, ধর্মও ততদিন আমাদের ঘাড়ে ভর করে বাঁচি থাকবে।

আচার্য ॥ তা হ্যাঁরে, দেশে যে নতুন রাজা হতে চলেছে, সে খবর রাখিস ?

তাঁতি ॥ খুব রাখি। রাখবনি কেনে ?

আচার্য ॥ তা কি মনস্থির করেছিস ?

তাঁতি ॥ ও আর বলাবলির কি আছে ! মহারাজের সব থেকে প্রিয়-পাত্র ছিলেন ঐ যে—হ্যাঁ, নরপ্রিয়। ঐ তো রাজা হবে

গা ! বড় ভাল লোক, জানেন আচার্য মশাই। ঐ শ্রেষ্ঠীরা আমাদের ঠকিয়ে কম দামে কাপড় নে যায়, আর অনেক বেশী দামে তা বিক্রী করে।

আচার্য ॥ তা বেচে দিস কেন ? রেখে দিলেই তো পারিস ?

তাঁতি ॥ রাখব কোত্থেকে। পেটে তো অন্ন জোটে না। অনেক সময়ে লোকসান করিও বেচি দিতি হয় তা-ই তো। হ্যাঁ, নরপ্রিয় বলেছে রাজকোষ থেকে অর্থ সাহায্য করবে। যাতে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, নিজে কাপড় বেচতি পারব।

আচার্য ॥ ওঃ তাই নাকি ?

তাঁতি ॥ হ্যাঁ, আরো বলেছে, রাজার কি বা প্রয়োজন ? জন প্রতিনিধি গিয়ে রাজ্য চালাবে। খুব ভাল প্রস্তাব, কি বলেন এ্যাঁ ?

আচার্য ॥ হ্যাঁ, প্রস্তাবটাতো খুবই ভাল ! যাক্, তোর এখন কেমন চলছে বল দিকিনি ? বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছিস তো বাবা ? মা-মা-মাগো—

তাঁতি ॥ বড়ই দুরবস্থা ! আর চলে না আচার্যমশাই ! তাইতো ভাবি একটা কিছু যদি পালটিয়ে যায় গরীবেরা বাঁচতি পারে।

আচার্য ॥ আহা—রে। তা তোর সংসার-টংসার ?

তাঁতি ॥ চলে না, চলে না— মশাই আর চলে না। ক্ষিদের জ্বালায় ছেলেগুলো যখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, এক একবার মনে হয় আছড়ে মারি ফেলি। (কেঁদে ফেলে)।

[ইতিমধ্যে কিছু অর্থ থলি থেকে বার করে দেবতোষ আচার্যের হাতে দিল। আচার্য অর্থ নিয়ে তাঁতির হাতে দিল। তাঁতি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।]

অর্থ ?

আচার্য ॥ হ্যাঁ। মা-মা-মাগো—

তাঁতি ॥ আপনি দিলেন ?

আচার্য ॥ আমি না, উনি। সেনাপতি। মা-মা-মাগো—

তাঁতি ॥ উনি—উনি দেবতা। (পায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করে)

আচার্য ॥ একটা কাজ কিন্তু তোকে করতেই হবে তাঁতি। মা-মা-মাগো-

তাঁতি ॥ কি কাজ বলুন ? নিশ্চয়ই করব। কেনে করবনি ?

আচার্য ॥ বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে যে উৎসব হবে, যেখান থেকে এ রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা স্থির হবে, সেইখানে তোকে চীৎকার করে বলতে হবে জয় মহারাজ—

তাঁতি ॥ নরপ্রিয়র জয় !

আচার্য ॥ না। বলতে হবে জয় মহারাজ দেবতোষের জয়।

তাঁতি ॥ এডা কেমন কথা হবে আচার্যমশাই ! দেশজোড়া লোকের মতের বিরুদ্ধে একটা নতুন কথা বলতি হবি যে ?

[দেবতোষ আস্তে আস্তে নেমে এগিয়ে আসে]

দেবতোষ ॥ হাত পাত। এই আরো দিলুম।

[থলির মধ্যে থেকে অর্থ বের করে তাঁতির হাতে দিল।]

আচার্য ॥ কি রে পারবি না ? মা-মা-মাগো—

তাঁতি ॥ মনডা কেমন করে বাপু ?

আচার্য ॥ তবে দে, ফেরৎ দিয়ে দে। মা-মা-মাগো-কালী-করালী —(তাঁতির হাত থেকে অর্ঘ কাড়তে যাবে)

তাঁতি ॥ না বাপু, আমি পারবো। (কেঁদে ফেলে) ছেলেগুলাতো একটা দিনও পেট ভরি খাতি পারবে। তাতেই হবে— (অর্ঘ নিয়ে বুকে চেপে) তাতেই আমার মন ভরি যাবে— মন ভরি যাবে।

॥ পর্দা ॥

॥ নাট্যমুহূর্ত ॥ ॥ চার ॥

[সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মঞ্চে কোথাও আলো কোথাও বা অন্ধকারের ছায়া এসে পড়েছে। এরই মধ্যে দেখা যায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে। পর্দা উঠতে দেখা গেল, নরপ্রিয় সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে আবেগ-ভরা কণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছে। শ্রোতারা খুব মনোযোগ সহকারে শুনছে, কখন বা সায় দিচ্ছে।]

নরপ্রিয় ॥ তাঁর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা, অগাধ ভালবাসা ছিল। মহারাজের মৃত্যুটা সত্যিই খুব মর্মান্তিক। কিন্তু কেমন করে যে ঘটল, তা আজও জানা যায়নি। আমার এটুকু বিশ্বাস আছে, একদিন সেই হত্যাকারী নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশ করবে। তখন তার উপযুক্ত শাস্তি আপনারাই তাকে দেবেন। মহারাজ অবন্তী আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁকে আর আমরা ফিরে পাবো না। মহারাজ চলে গেছেন আমি একথা বলব না। সেই সুযোগে তাঁর স্বাক্ষরিত সনদটাকে সামনে রেখে আবার একটা নতুন রাজা প্রতিষ্ঠা করুন। যে রাজার দিনে দিনে লোভ বাড়বে, লালসার পরিণতি হবে পররাজ্য জয় করা। আমি চাই মানুষ তাঁর নিজস্ব অধিকার নিজেই প্রতিষ্ঠা করুক। তাই আসুন, সমস্বরে বলি আর রাজা নয়, জনগণের নিজস্ব প্রতিনিধিরাই রাজত্ব চালাবে।

সকলে ॥ ঠিক ঠিক, ঠিক বলেছে।

কামার ॥ আমরা আপনাকেই আমাদের প্রতিনিধি করে পাঠাবো।

জনৈক ॥ সত্যি রে, লোকটা আমাদের মঙ্গল চায়।

নরপ্রিয় ॥ ভাইসব, প্রতিনিধি আপনারা যাকেই পাঠান, আমার তাতে আপত্তি নেই। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনাদের-ঐ যে তাঁতি, যে দিনের পর দিন তাঁত বোনে। কেন তার ছেলে এক মুঠো অন্নাভাবে তিলে তিলে মরে যায়? কেন তার অভাবের সুযোগ নিয়ে ঐ পেট মোটা শ্রেষ্ঠীরা ঐ তাঁতির ঘর থেকে অল্প দামে কাপড় এনে বেশী দামে বেচবে? আর কেনই বা কামার তার শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাবে না? কেন এই অব্যবস্থা? যে অব্যবস্থার ফলে একদল মানুষ সুখে থাকবে, আর একদল দিনে দিনে না খেয়ে তিলে তিলে মরে যাবে। (উত্তেজিত হয়ে) কেন?

জনৈক ॥ বলো, জয় মহারাজ নরপ্রিয়র জয়।

নরপ্রিয় ॥ মহারাজ নয় ভাই, বলো জন প্রতিনিধির জয়। বলো গণতান্ত্রিক অধিকারের জয়।

কর্মকার ॥ বলো, জয় জন-প্রতিনিধি নরপ্রিয়র জয়।

নরপ্রিয় ॥ আজ আমি ধন্য। বন্ধুগণ, আপনারা আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে অর্জন করতে যাচ্ছেন দেখে আমি খুবই তৃপ্ত, আনন্দিত। বন্ধুগণ, আপনারা অসমাপ্ত কাজকে সফল করার জন্য যে গুরু দায়িত্ব আমার ওপর

দিয়েছেন, সে দায়িত্ব আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কিন্তু একথা আমি বলব না, আমার ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নিশ্চিন্তে নিদ্রায় মগ্ন হবেন। আপনাদেরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে কোন দুর্বল মুহূর্তে আমিও যেন বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পারি। ভুলে যাবেন না ভাইসব, একজন মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কিন্তু গোটা মানব জাতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।

কর্মকার ॥ বলো ভাই, মানুষের মুক্তি চাই।

সকলে ॥ মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।

নরপ্রিয় ॥ বলো ভাই, চির-দারিদ্র্যকে মুছে ফেলে সুখে ঘর বাঁধতে চাই।

সকলে ॥ চির-দারিদ্র্যকে মুছে ফেলে সুখে ঘর বাঁধতে চাই।

কর্মকার ॥ জয় জন প্রতিনিধি নরপ্রিয়র জয়।

সকলে ॥ জয়, নরপ্রিয়র জয়।

[ধ্বনি ক্রমশঃ বাড়ছে। নরপ্রিয় সকলকে প্রণাম করে সরে গেল। এদিকে অগুণিত লোক হাততালি দিয়ে উল্লাস করছে। সিংহাসনের পাশে এসে দাঁড়ায় দেবতোষ।]

দেবতোষ ॥ আমি মহামান্য জন-প্রতিনিধিকে সাদর সম্ভাষণ জনিয়ে দুটো কথা বলতে চাই।

কর্মকার ॥ আর কোন কথা নয়। আমরা যোগ্য প্রতিনিধি পেয়ে গেছি।

অনেকে ॥ এখন আর কথা নয়। কাজ—কাজ—এবার কাজ।

দেবতোষ ॥ বন্ধুগণ, এইমাত্র মহামান্য জন-প্রতিনিধি যে গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বললেন, আমি সেই ভিত্তিতেই দু'টো কথা বলতে চাই।

কর্মকার ॥ আমরা এতদিন অন্ধকারে বসেছিলুম। এবার আমরা যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি। আমরা তাকে রক্ষা করব।

সকলে ॥ আর কথা নয়।

নরপ্রিয় ॥ (কাছে এসে) ভাই সব, আপনারা যে গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন সেই অধিকারের ভিত্তিতেই আমাদের মহামান্য সেনাপতি কিছু বলতে চান। তাঁর কথা শুনুন। কথা শুনলেই মানুষের মত পালটে যায় না ভাই। আপনারা শুধু একটি কথাই মনে রাখুন, আপনারা প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন গণতান্ত্রিক অধিকার। আর একটা নতুন রাজা নয়, নতুন করে শোষণের ফন্দি নয়। আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই সমভাবে বাঁচার অধিকার! মানুষের মুক্তি! (সরে যায়)

সকলে। জয়, আমাদের প্রিয় প্রতিনিধি নরপ্রিয়র জয়।

দেবতোষ ॥ আমার প্রিয় দেশবাসী, আজ আমরা বৈশাখী পূর্ণিমার এই শুভরাত্রে যে প্রস্তাব গ্রহণ করলুম, তাকে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানানো উচিত। (একটু গলা ভারী হয়ে আসে। বলতে গিয়ে যেন বেধে যায়) তবে এই শুভ-দিনে আর একজনের কথা মনে না করলে মহাপাপ হয়ে

যাবে। তিনি হচ্ছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় মহারাজ অবন্তী। তিনি ছিলেন আমাদের দেবতা। (হাত জোড় করে প্রণাম করল। সেই সঙ্গে সবার হাত-ই আপনিই ওপর দিকে উঠে গেল।) (গলা কাঁপে) তাঁরও মনের একান্ত বাসনা ছিল, তাঁর অবর্তমানে নরপ্রিয়ই রাজ-অধীশ্বর হোক, ঐ বিষয়ে মহারাজের একখানা সনদ আমার কাছে আছে। তাই ঐ প্রসঙ্গে নিয়ে আমি কিছুই বলতে চাই না। আপনারাও যাঁকে চাইছেন, মহারাজ নিজেও তাঁকে চাইতেন। আমিও তাঁরই মঙ্গল কামনা করি। তবে একটা কথা আজ বারবার মনে পড়ছে। সেই চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব মুহূর্তটা। সেদিন মহারাজের জন্মদিন। সূর্য অস্ত যাবার পূর্ব মুহূর্তে আমরা সবাই আনন্দে মেতে উঠেছি! আমরা গান ধরেছি আমরা সবাই রাজা--রাজার দেশে! ঠিক এমনি একটা মুহূর্তে শুনতে পেলুম আর্ত চীৎকার! সে কি কাতর গোঁঙানি—সে কি বাঁচার প্রচেষ্টা—তা আজ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মহারাজের ত' কোনোই অপরাধ ছিলনা ভাই! তিনি তো তোমাদের সমদুঃখী! (কেঁদে ফেলে) তিনি আমাদের ভালবাসতেন। তার চেয়েও বেশি ভালবাসতেন যাঁকে, একমাত্র তাঁর হাতেই সেদিন তিনি তাঁর প্রিয় পানীয় নিয়ে পান করেছিলেন। সেই সরবৎ-এর মধ্যে যে বিষ ঢালা থাকবে, এটাতো তাঁর জানবার কথা নয় ভাই।

তাঁতী ॥ কে—কে মহারাজকে হত্যা করেছে, আমরা জানতে চাই!

[ঠিক ঐ মুহূর্তে নরপ্রিয় আস্তে আস্তে মঞ্চ থেকে নেমে এসে জনতার মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যায়]

দেবতোষ ॥ সে আমি বলতে পারব না। ঐ কথাটা দয়া করে আমার কাছ থেকে জানতে চাইবেন না। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে ভাই। [ঘন ঘন চোখের জল মোছে দেবতোষ],

জনতার মধ্য থেকে ॥ আপনি বলুন, আমরা জানতে চাই।

প্রথম ॥ আ-হা-বেচারা কাঁদছে রে !

দ্বিতীয় ॥ কাঁদবে না ? মহারাজকে ও সতিই ভালবাসতো !

দেবতোষ ॥ ভাই সব—(চুপ করে ঘন ঘন চোখ মুছতে থাকে)

তাঁতি ॥ আহা-রে, গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে !

দেবতোষ ॥ ভাই সব, নরপ্রিয় সত্যিকারের একজন পণ্ডিত। তাঁর সম্পর্কে কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু ন'য়। মহারাজও তাঁকে সব থেকে ভালবাসতেন। কারণ তিনি ছিলেন এ রাজ্যের সবথেকে বড় পণ্ডিত। তিনি যা বলে গেলেন, তা নিয়েও আমার মতবিরোধ নেই। আমার একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে। একবার মহারাজের কাছে একজন তাঁতি গিয়ে বলেছিল, আমার ছেলে আজ কদিন খায়নি। সেই শুনে মহারাজ কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমার রাজত্বে যদি কেউ না খেয়ে মরে যায় রাজ্যের পাপ হবে। দেবতোষ, এই মুহূর্তে ওকে অর্থ সাহায্য করো। সেই তাঁতি এইখানেই আছে। যদি বলেন, আমি তাকে

নিয়ে আসতে পারি। ওহে এদিকে এসোতো! এই সেই তাঁতি।

[তাঁতি উঠে গিয়ে দাঁড়াল ও সকলকে নমস্কার করল।]

এর মুখে নিশ্চয়ই আপনারা শুনতে চান না?

জনৈক ॥ দরকার নেই। আপনার কথা আমরা বিশ্বাস করি।

দেবতোষ ॥ বন্ধুগণ, মহারাজের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁরা জানেন তাঁর মনটা কত বড়! সেই মানুষটার সব থেকে বড় দোষ কি ছিল জানেন? তিনি সকলকে অবাধে বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর জন্মদিনে তাঁর সবথেকে প্রিয়জনের হাতে এক গ্লাস সরবৎ খেয়েছিলেন। আর সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে যে সরবৎটা তিনি পান করেছিলেন সেই সরবৎ-এর মধ্যে ছিল বিষ। যে বিষ পান করে তাঁর সাদা শিবের মত শরীরটা নীলবর্ণ হয়ে গেল।

প্রথম ॥ কে—কে সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি, আমরা জানতে চাই!

দ্বিতীয় ॥ আমরা তার মৃত্যুদণ্ড চাই!

তাঁতি ॥ গোপনে যে লোক হত্যা করে আমরা তার মৃত্যুদণ্ড চাই!

দেবতোষ ॥ হ্যাঁ ভাই, আমারও সেই কথা। যে মানুষ তার প্রিয়জনকেও গোপনে হত্যা করতে পারে, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াই দরকার।

প্রথম ॥ কে সেইজন?

সকলে ॥ বলুন, কে সেই বিশ্বাসঘাতক?

দেবতোষ ॥ পারবেন? পারবেন সেই বিশ্বাসঘাতককে উপযুক্ত শাস্তি দিতে?

সকলে ॥ পারব !

দেবতোষ ॥ তিনি হচ্ছেন--থাক্ ! তার আগে আপনাদের সামনে সনদটা দেখাতে চাই। সে সনদে লেখা আছে, মহারাজের অবর্তমানে মন্ত্রী নরপ্রিয়ই রাজা হবেন ! এই সনদে স্বাক্ষর হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু ঘটল ! প্রশ্ন হতে পারে, কেমন করে ঘটল ? মহারাজ যে ভুল করলেন এই দলিলে স্বাক্ষর করে, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হোলো তাঁকে মৃত্যুবরণ করে। যদি পরে এই সনদটা পাল্টে যায়, সেইভয়ে নরপ্রিয় রাজ্যলোভে আত্মহারা হ'য়ে সেই মুহূর্তেই নিজ হাতে বিষ খাইয়ে মহারাজকে হত্যা করেছিলেন। ভাই সব, সাক্ষী চান ? আচার্য এদিকে আসুন। (আচার্য এগিয়ে এসে দাঁড়াল) এই সেই ব্রাহ্মণ ! যিনি মহারাজকে তাঁর জন্মদিনে আশীর্বাদ করতে গিয়েছিলেন ! উনি নিজে চোখে কি দেখলেন ওনার কাছেই জেনে নিন।

আচার্য ॥ আমি স্বর্গত মহারাজকে আশীর্বাদ করে চলে আসছি। মহারাজ যে মুহূর্তে ঐ সনদটাতে স্বাক্ষর করলেন, সেই মুহূর্তেই নরপ্রিয় সরবৎটা এগিয়ে দিলেন। মহারাজ সরল বিশ্বাসে সরবৎ পান করার সঙ্গে সঙ্গে, ছট্‌ফট্ করে চীৎকার করতে করতে মারা গেলেন। পরে বদ্যিরা জানালেন ঐ সরবৎ-এর মধ্যে ছিল বিষ !

জনৈক ॥ কোথায় নরপ্রিয়, আমরা তাঁর মৃত্যু চাই !

দ্বিতীয় ॥ চলো চলো, ওঁর বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দেবো।

দেবতোষ ॥ আস্তে, আস্তে বন্ধুগণ! একটু আগেই আপনারা তাঁকে জনপ্রতিনিধি করেছেন। ভুলে যাবেন না, এখনও এই সনদটা রয়েছে।

জনৈক ॥ ও সনদ ছিঁড়ে ফেলুন।

সকলে ॥ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলুন।

[দেবতোষ সনদটা ছিঁড়ে ফেলল।]

তাঁতী ॥ আমরা আপনাকে রাজা করব। বলো, জয় মহারাজ দেবতোষের জয়!

সকলে ॥ জয় মহারাজ দেবতোষের জয়!

দেবতোষ ॥ একটু আগে যে অনেক বড় বড় কথা বলছিল, সেই লোকই কাপুরুষের মত পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল। আসুন, আজ এই শুভদিনে আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি, যে বিশ্বাসঘাতক মহারাজকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে, সেই বিশ্বাসঘাতককে যেখানে যে অবস্থায় আপনারা পাবেন দয়া করে তাঁর কয়েক ফোঁটা রক্ত এনে দেবেন। সেই বিশ্বাসঘাতকের রক্তে পরম শ্রদ্ধেয় মহারাজের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তর্পণ করব।

সকলে ॥ নরপ্রিয়র রক্ত চাই, রক্ত চাই।

[সকলে হুড়মুড় করে চলে গেল। প্রিয়তোষ এক জায়গায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। নেপথ্য থেকে ভেসে আসে—"নরপ্রিয়র রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্ত···]

• পর্দা •

॥ নাট্যমুহূর্ত ॥ ॥ পাঁচ ॥

[পর্দা উঠতে দেখা গেল নরপ্রিয় মুখে গোঁফ-দাড়ি পড়ে, মাথায় পাগড়ী বেঁধে, গায়ে আলখাল্লা, হাতে একটা ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—মাঝে মাঝে পায়চারী করছে। কিছুক্ষণ বাদে প্রবেশ করে প্রিয়তোষ।]

প্রিয়তোষ ॥ চাঁদ রায়।

নরপ্রিয় ॥ কে? ও:। কি সংবাদ বন্ধু?

প্রিয়তোষ ॥ শুনেছ বোধহয়, নতুন মহারাজ তাঁদের ওপর আরও বেশি শুল্ক ধার্য করেছে।

নরপ্রিয় ॥ তারপর?

প্রিয়তোষ ॥ তার ফলে তাঁরা ক্ষেপে গেছে।

নরপ্রিয় ॥ হুঁ! তারপর!

প্রিয়তোষ ॥ সামন্ত প্রভুরা মহারজের কাছে দরবার করেছে।

নরপ্রিয় ॥ কেন?

প্রিয়তোষ ॥ কৃষকরা খাজনা বন্ধ করে দিচ্ছে। জমির অধিকার চাইছে।

নরপ্রিয় ॥ ও:।

প্রিয়তোষ ॥ ওরা আমার ওপর কড়া নজর রেখেছে।

নরপ্রিয় ॥ কেন?

প্রিয়তোষ ॥ তোমার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ আছে কি না, তাই—

নরপ্রিয় ॥ ও:!

প্রিয়তোষ ॥ তোমার খাওয়া হয়েছে ?

নরপ্রিয় ॥ (ঘাড় নাড়ে) না।

প্রিয়তোষ ॥ কিছু খাওয়াতো দরকার।

নরপ্রিয় ॥ জানো তুমি, ওরা আমার ঘর, বাড়ি সব জালিয়ে দিয়েছে।

প্রিয়তোষ ॥ শুনেছি।

নরপ্রিয় ॥ আচ্ছা, তুমি বিশ্বাস করো, মহারাজকে আমিই হত্যা করেছি ?

প্রিয়তোষ ॥ তা যদি করতুম, তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে দেখা করতুম না! মহারাজ দেবতোষের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করে সুখে জীবন কাটাতুম।

নরপ্রিয় ॥ করলে না কেন ?

প্রিয়তোষ ॥ তুমি যে আমার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ। পূর্ণিমার চাঁদের ঝল্‌কানিতে যেমন সমুদ্র গর্জন করে সমস্ত কিছুকে তোলপাড় করে দেয়, আমারও ভেতরটা সেই পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে গর্জন করে উঠছে। ইচ্ছে হচ্ছে সমস্ত কিছুকে তোলপাড় করে দিয়ে ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌ করে দিই।

নরপ্রিয় ॥ মাঝে মাঝে ভাবি, আমি যা বলতে চাই কেন লোকে বোঝে না ? তাহলে এইটেই ঠিক দাসত্ব বন্ধন থেকে মানুষ মুক্তি চায় না!

প্রিয়তোষ ॥ নিশ্চয়ই চায়। তবে মুক্তির স্বাদ বোঝেনি বলেই হয়ত বারে বারে সেই একই বেড়াজালে আটক পড়েছে।

নরপ্রিয় ।। কি হবে ? কি হবে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে ?

প্রিয়তোষ ।। তুমি বড় বেশি ভেঙ্গে পড়ছ। এতটা ভেঙ্গে পড়া তোমার সাজে না।

[প্রবেশ করে তাঁতী]

এই যে তাঁতী !

তাঁতী ।। পেন্নাম হই ঠাকুর।

প্রিয়তোষ ।। তোমাদের নতুন রাজার কাছে গিয়েছিলে ?

তাঁতী ।। গিয়েছিনু দরবার করতি। ওরে বাবা !

প্রিয়তোষ ।। কেন, কি হ'ল ?

তাঁতী ।। ঐ কালনেমি মন্ত্রীটা সেপাই দিয়ে আমাদের ডাণ্ডা মেরে বার করে দিল। বললে দেখা হবেনি। আচ্ছা, তুমিই বলতো ঠাকুর, এ কি রাজা ! আমাদের অভাব ঘোচানো দূরের কথা, উল্টে দিন দিন রক্ত চুষে খাচ্ছে !

প্রিয়তোষ ।। আচ্ছা তাঁতী, তোমাকেইতো মহারাজ অবন্তী সাহায্য করেছিল। তা কিরকম সাহায্য পেয়েছিলে ?

তাঁতী ।। না বাপু, কিছু সাহায্য পাইনি।

প্রিয়তোষ ।। বলো কি হে ! মহারাজ দেবতোষের তুমি সাক্ষী হলে ?

তাঁতী ।। মহারাজ অবন্তীকে আমি চক্ষেও দেখিনি বাপু।

প্রিয়তোষ ।। বলো কি গো ? তাহলে সেদিন যে তুমি বেদীর ওপর দাঁড়ালে ?

তাঁতী ।। আগের দিন রেতের অন্ধকারে ঐ কালনিমে মন্ত্রীটা আর

দেবতোষ আমার হাতে অর্থ দিয়ে আমার মনের আগুন নিবিয়ে দিল বাপু। আমার মনের বাসনাকে নিস্তব্ধ করে দিল। এখন আমরা হাত কামড়াচ্ছি ঠাকুর, এখন আমরা হাত কামড়াচ্ছি। আচ্ছা ঠাকুর, নরপ্রিয়কে সত্যিই ওরা পুড়িয়ে মেরেছে? (কেঁদে ফেলে) আমাদেরই দুর্ভাগ্য। জানেন ঠাকুর, এই গরিব লোকেদের পোড়া পেটই সর্বনাশ করেছে, মেরুদণ্ডটা ভেঙ্গে দিয়েছে।

প্রিয়তোষ॥ তাঁতী, তাকে ওরা মারতে পারেনি। তোমাদের মধ্যেই বেঁচে আছে সে। তোমরা তাকে যখনই চাইবে, তখনই তোমাদের মধ্যে তাকে পাবে।

তাঁতী॥ সে যেখানেই থাকুক ঠাকুর, তাঁকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। (হাঁটু গেড়ে নরপ্রিয়র দিকে লক্ষ্য করে প্রণাম করে) ওগো গরিবের বন্ধু, তুমি বেঁচে থাকো। তুমি মরে গেলে গরীব জাতটাও যে মরে যাবে। তোমার বাঁচা দরকার, তুমি বেঁচে থাকো।

[আলোটা অন্ধকার হ'য়ে যায়। একটু পরে আলো জ্বলতে দেখা গেল নরপ্রিয় বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। নেপথ্য থেকে একটা কবিতার অংশ আস্তে আস্তে শোনা যায়।

স্বর্গ কি হবেনা কেনা?...

আর শোনা গেল না। নরপ্রিয় আপনমনে গভীরভাবে চিন্তা করছে! নেপথ্য থেকে দু'জন লোকের গলা শোনা গেল।

—"গোপনে হত্যা করাটা অন্যায়। সাহস থাকলে সামনাসামনি মার। গোপনে হত্যা করবে কেন? বেইমান—বিশ্বাসঘাতক-খুনী!"]

নরপ্রিয়॥ খুনী! বেইমান! বিশ্বাসঘাতক! সত্যি-ই কি আমি খুনী! কে বলতে পারে? মনের কোন্ কোণে হয়তো বা লুকিয়ে ছিল হত্যার বাসনা। কে বলতে পারে, এই সুন্দর মানুষটার অন্তরেই লুকিয়ে ছিল হয়তো একজন রক্ত-পিপাসু পশু। সে পশুটাই হয়তো রাজ্য পাবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে নিজহাতে বিষ ঢেলে দিয়ে মহারাজকে হত্যা করল! কে বলতে পারে মহারাজের দলিলটা পাল্‌টে যাবার ভয়ে এই মানুষটারই আর একটা হাত, যে হাতটা মাঝে মাঝে রাজদণ্ড হাতে নিতে চায়, সেই হাতটাই রাক্ষসবেশে ঐ পবিত্র মানুষটাকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করল!...কিন্তু, কেমন করে তা সম্ভব? এ যে আমি কখনও কল্পনাও করতে পারিনি—এ যে স্বপ্নেও ভাবিনি! কে জানে, হয়তো ঘুমের ঘোরে এই সব স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতুম—কিংবা...! না—না এ বলে আর সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না! নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই!—কিন্তু—(ভেঙ্গে পড়ে) কেমন করে সম্ভব হল? তবে কি—তবে কি, যে লেবু দিয়ে সরবৎ তৈরি হয়েছিল, সেই লেবুর মধ্যেই বিষ ছিল! না—না, ওতো গাছের ফল। ওতো ক্ষমতালোভী নয়! তাহলে কি জল? জলের মধ্যেই বিষ ছিল? জল, জল,

জলের মধ্যেই বিষ? না—না! নিষ্পাপ জল। সে কেন বিষ বহন করবে? মানুষের তৃষ্ণা মেটানো ছাড়া আরতো তার কোন কাজ নেই, বাসনা নেই, লোভ নেই। তাহলে কি! গোলাপের পাতার মধ্যে বিষ ছিল? যার রূপ দেখে মানুষের মন আছড়ে পরে, যার গৌরবে দেশ মাতাল হ'য়ে যায়, যার সৌন্দর্য, কমনীয়তা ছাপিয়ে ওঠে সমস্ত কিছুকে, সেই বহন করবে বিষ? কিন্তু কেন? তারতো কোনো স্বার্থ নেই! সে তো প্রতিদানে কিছু ফিরে পেতে চায় না! তবে সে কেন বিষ বহন করবে? (একটু থেমে) কিন্তু, কেমন করে আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিই যে আমি বিষ মেশাইনি। কেমন করে নিজেকে প্রবোধ দিই আমি মহারাজকে হত্যা করিনি—করিনি—করিনি। আমি ছাড়া মহারাজ আর কারুর হাতে খাননি তো কিছুই? (একটু থেমে) ছিঃ- ছিঃ- ছিঃ-—সুপণ্ডিত নরপ্রিয় গুপ্ত হত্যাকারী নরপিশাচ বলে লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়। এই মুহূর্তে যদি আমার হাতে থাকতো সেই বিষ, আমি নিজে পান করে প্রমাণ করতুম, আমি রাজ্যলোভী নই। আমি রাজা হতে চাইনি—চাইনি—চাইনি—।

[প্রবেশ করে প্রিয়তোষ]

কি দেখছ? ভাবছ কেমন করে একটা হত্যাকারী নরপিশাচ তিলে তিলে নিজের অন্তর্জ্বালাতেই নিজে শেষ হয়ে যাচ্ছে?

প্রিয়তোষ ॥ না ভাবছি, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থেকে তুমি কিভাবে হতাশায় ভেঙে পড়ছ! ভাবছি, তোমার সেই বিদ্রোহ মানুষটাকে, আর নিজেই ভেঙে পড়ছি!

নরপ্রিয় ॥ কি করি! যখনই একলা থাকি, কান পেতে শুনতে পাই মানুষের সেই ধিক্কার! আমি যেন বারবার শুনতে পাই সেই একটি মাত্র কথা। আমি খুনী, গুপ্ত হত্যাকারী, বিশ্বাসঘাতক, বেইমান!

প্রিয়তোষ ॥ দেখ, তোমাকে উপদেশ দেবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। তবু একথা আমাকে বৃহত্তর স্বার্থে বলতেই হবে। কেন তুমি ভুলে যাও, তুমি ভেঙে পড়লে সমস্ত সমাজ ভেঙে যাবে। তুমি দুর্বল হয়ে পড়লে সমস্ত সমাজ দুর্বল হ'য়ে পড়বে। তুমি হ'চ্ছ আমাদের আদর্শ। তাই তোমাকে আমরা দেখতে চাই আদর্শ সন্তানরূপে।

নরপ্রিয় ॥ আমিও তো মানুষ। আমারও তো মন আছে, আছে অনুভূতি।

[ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে কর্মকার]

কর্মকার ॥ ঠাকুর, ঠাকুর, সৈন্যাধ্যক্ষ এই পথেই সেপাইদের নিয়ে এগিয়ে আসছে।

নরপ্রিয় ॥ এ্যাঁ। তাহলে কি বুঝতে পেরেছে?

প্রিয়তোষ ॥ তাইতো! কর্মকার, তোমাকেই রক্ষা করতে হবে। কর্মকার, যেমন করেই হোক, তোমায় ঘরেই রাখতে হবে।

সময় নষ্ট কোরো না শিল্পী চলে যাও। ঐ জুতোর শব্দ! শিগ্‌গির চলে যাও।

কর্মকার ॥ আসুন।

প্রিয়তোষ ॥ একটা প্রতিজ্ঞা করে যাও কর্মকার। কোনো লোভের মোহে ধরিয়ে দেবে না?

কর্মকার ॥ তার আগে যেন আমার মৃত্যু ঘটে।

[নরপ্রিয় ও কর্মকার-এর প্রস্থান]

প্রিয়তোষ ॥ যাক্, তবুতো বাঁচানো গেল!

[প্রবেশ করে জয়ন্ত ও দুজন সৈনিক]

আরে আসুন সৈন্যাধ্যক্ষ মশাই। তারপরর কি মনে করে?

জয়ন্ত ॥ ওঃ, তাহলে চলে গেছে।

প্রিয়তোষ ॥ কে চলে গেল সৈন্যাধ্যক্ষ মশাই?

জয়ন্ত ॥ আরে প্রিয়তোষ যে! কি খবর? কি মনে করে? একাকী দাঁড়িয়ে হেথা ভাবিতেছ কি কোন কোন বন্ধু লাগি?

প্রিয়তোষ ॥ না ভাবছি তোমার কথা। তবুতো একবার সৈন্যাধ্যক্ষ হ'তে পারলে।

জয়ন্ত ॥ আমার কথা তোমাকে না ভাবলেও চলবে। তার চেয়ে নিজের কথা ভাবো। পরকালের কাজ হবে।

প্রিয়তোষ ॥ হ্যাঁ, তাই ভাববো।

জয়ন্ত ॥ বন্ধু, দেখেছ কি তুমি এই মুহূর্তে নরপ্রিয়কে হেথা?

প্রিয়তোষ ॥ সে কি বন্ধু? শুনলুম নরপ্রিয়কে রাতের অন্ধকারে তার বাড়িতে সবাইকে জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে।

জয়ন্ত ॥ সেইরকম ইচ্ছে ছিল বটে আমাদের ! সকলকেই পোড়াতে পেরেছি। এতোটুকু শিশু থেকে আবাল বৃদ্ধ সকলকেই একসাথে জলন্ত আগুনে জ্বলতে দেখেছি স্বচক্ষে। দেখিনি শুধু একজনকে।

প্রিয়তোষ ॥ দুর্ভাগ্য তোমাদের। [প্রিয়তোষের প্রস্থান]

জয়ন্ত ॥ দেখতো ও কোথায় যায়। আমার মনে হয় ওর সাথে নিশ্চয়ই কোন যোগাযোগ আছে। ঐ দিয়েছে পাচার করে। আর শোনো, ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে কথা বলে, কি করে, সব বলবে আমাকে। (সৈন্যদের প্রস্থান) ওই হচ্ছে মূল ?

॥ পর্দা ॥

॥ নাট্যমুহূর্ত ॥ ॥ ছয় ॥

[পর্দা উঠতে দেখা গেল মহারাজ দেবতোষ মহারাজ অবন্তীর জায়গাতেই বসে আছে। সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে বিদূষক।]

দেবতোষ ॥ বিদূষক, একটা কথা তোমার সবসময় মনে রাখা উচিত যে, তুমি বিদূষক! শুধুমাত্র ঠাট্টা-তামাসাই তোমার পেশা!

বিদূষক ॥ মহারাজ, আজ ঐ আসনে যেভাবে বসেছেন সেটা বোধহয় আপনি ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেনও বোধহয়, মহারাজকে হত্যার আগে আপনি আমাকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন! ভুলে গেছেন বোধহয় সেদিন আমার কাছে কি অঙ্গীকার করেছিলেন?

দেবতোষ ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) জয়ন্ত, জয়ন্ত—(প্রবেশ করে জয়ন্ত) যাও, এই মুহূর্তে এই দেশদ্রোহী বিদূষককে অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে দাও। হ্যাঁ, বিদূষক আমাদের পরম বন্ধু, ওর কাছে আমরা যথেষ্ট ঋণী। তাই, ওর সেই অন্ধকার ঘরে যেন কোথাও এতটুকু জল পর্যন্ত না পাওয়া যায় এই-টুকু স্মরণ রেখ (প্রস্থান)।

বিদূষক ॥ বাঃ চমৎকার! এইতো মহারাজকে হত্যার পুরস্কার! যাও বিদূষক, এবার জয় মহারাজ দেবতোষের জয় বলো। আর ঐ অন্ধকার ঘরে একটু জল বিহনে কুঁকড়ে কুঁকড়ে মর

তোমার মত একটা স্বার্থলোলুপ মানুষের যথার্থই শাস্তি হয়েছে।

জয়ন্ত ॥ শাস্ত্রী—(প্রবেশ করে দুজন শাস্ত্রী)

যাও, একে এই মুহূর্তে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে দাও। আর হ্যাঁ, কোথাও যেন একটুও জল থাকে না।

বিদূষক ॥ জয়ন্ত, তুমিও না সেই চক্রান্তে ছিলে ?

জয়ন্ত ॥ আমার হাত-পা বাঁধা। আমি নিরুপায়।

বিদূষক ॥ যারা ক্ষমতার আসনে বসে আছে, তারা সকলেই মুখ বেঁকিয়ে বলে আমি নিরুপায় ! মন্ত্রী বলে আমি নিরুপায় এ রাজার আদেশ। সেনাপতি বলে আমি নিরুপায়, এ রাজার আদেশ। আর রাজা দম্ভ ভরে বলে শুধু, এ আমার আদেশ। এতো দম্ভ !

জয়ন্ত ॥ শাস্ত্রী নিয়ে যাও।

[দুজন শাস্ত্রী ওকে চেপে ধরল]

প্রথম শাস্ত্রী ॥ বিদূষক, এতদিনতো হাসালেন শুধু রাজসভায়—

দ্বিতীয় ॥ এবার ঐ অন্ধ কারাগারের ঐ নিষ্পেষিত মানুষগুলোকেই হাসান না।

প্রথম ॥ দুঃখের কি আছে ! রাজসভাও যা আজ জনসভাও তাই। চলুন।

জয়ন্ত ॥ যাও নিয়ে যাও।

বিদূষক ॥ তোমরা ভেবেছ, আমাকে রুদ্ধ কারাগারে রেখে সত্যকে চাপা দেবে, আমার কণ্ঠ রোধ করবে ! এবার আমিও ঐ

কারাগারেরের অন্তরাল থেকে চীৎকার করে বলবো—খুনী আমি, নই খুনী দেবতোষ-

জয়ন্ত ॥ ওকথা কেউ শুনতে পাবেনা বিদূষক। ঐ দেওয়ালগুলো জমাট বাঁধা পাথর দিয়ে তৈরী।

বিদূষক ॥ তুমিও জেনে রাখো সেনানায়ক, আমার যদি গলার জোর থাকে, ঐ পাথর ভেদ করে সত্যকে পৌঁছে দেবো মানুষের মধ্যে-

[ওকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর প্রবেশ করে মন্ত্রী দেবাচার্য।]

জয়ন্ত ॥ আসুন আচার্য। সর্বাগ্রে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন (পায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করে।)

আচার্য ॥ (পা সরিয়ে নিয়ে) থাক, থাক। ভক্তির আর প্রয়োজন নেই। কলির ব্রাহ্মণ, সেতো দাস হয়ে গেছে—

জয়ন্ত ॥ প্রভু, করেছি কি অপরাধ কিছু আপনার চরণে ?

আচার্য ॥ তুমি নয়, তুমি নয়, তোমাদের ঐ পরম শ্রদ্ধেয় রাজা দেবতোষ। এতবড় স্পর্দ্ধা তার, সে কিনা আমাকে অবজ্ঞা ক'রে, তাচ্ছিল্য ক'রে নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। আর আমাকে বারে বারে করে অপমান! কিন্তু সে জানে না, অগ্নিশিখায় হাত দিয়েছে। এই শিখা এখনও জ্বলে, দাউ দাউ করে জ্বলে—

জয়ন্ত ॥ মহারাজ যদি ভুলবশতঃ করে থাকে কোনো অপরাধ, আমি তার হয়ে ক্ষমা চাইছি। আপনি আচার্য, পিতার সমান।

আচার্য ।। কে পিতা ? কে বা আচার্য ? আচার্য ছিলুম সেইদিন, যেইদিন দেবতোষ ছিল সেনানায়ক। আজ সে হয়েছে রাজা আর আমি হয়েছি তার দাসানুদাস মন্ত্রী।

জয়ন্ত ।। আপনিই তো বসিয়েছেন প্রভু ঐ রাজ-সিংহাসনে !

আচার্য ।। ভুল করেছি। মহারাজ অবন্তী ছিলেন দয়ালু রাজা, দেবাচার্যের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি। আর দেবতোষ ! বিধর্মী, কুলাঙ্গার !

[প্রবেশ করে দেবতোষ]

জয়ন্ত ।। মহারাজের জয় হোক।

দেবতোষ ।। সেনানায়ক, মন্ত্রীমশাইও আছেন দেখছি।

আচার্য ।। কোনো আদেশ আছে কি মহারাজ ?

দেবতোষ ।। হ্যাঁ, ছিল বটে অনেক কথা। থাক, সে কথা পরে হবে। সেনানায়ক, তুমি কি জানোনা একথা, শালবনীর মন্দিরে গুপ্তচরের সমাবেশ হয়েছে !

জয়ন্ত ।। পবিত্র মন্দির। সেথায় গুপ্তচর ?

দেবতোষ ।। শুধু গুপ্তচর নয়, গুপ্তঘাতকও আছে সেথা। তারা তোমাদের মহারাজকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ! এ কথাটাতো সকলেরই জানা উচিৎ ছিল। কি বলেন মন্ত্রীমশাই ? যাক্ অযথা সময় নষ্ট না করে জয়ন্ত, এই মুহূর্তে সৈন্য পাঠিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, মন্দিরে যারা সেখানে আছে সকলকে বেঁধে নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, সেইসঙ্গে দেখো, ঐ পবিত্র মন্দিরে কতো অস্ত্র আছে।

আচার্য ॥ মহারাজ, মন্দিরে দেবতার পুজো হয়। সৈন্য পাঠিয়ে তাঁর সেই পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করলে রাজ্যের অকল্যাণ হবে।

দেবতোষ ॥ হোক্ অকল্যাণ! তবু শত্রু-মিত্রের যাচাই হওয়ার প্রয়োজন আছে। যাও জয়ন্ত, অযথা সময় নষ্ট না করে এই মুহূর্তে ঘেরাও করো সেই চক্রান্ত ব্যূহ।

আচার্য ॥ জয়ন্ত, দেবতার মন্দির ঘেরাও করার আগে নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করো, দেবতাকে ঘেরাও করার অধিকার তোমার আছে কি?

জয়ন্ত ॥ আমি মহারাজের আজ্ঞাবহ। আদেশ পালন করাই আমার কর্তব্য।

আচার্য ॥ তার চেয়েও বড় কথা, তুমি হিন্দুধর্মের সেবক। ধর্মকে রক্ষা করাই তোমার বড় দায়িত্ব।

জয়ন্ত ॥ আমি রাজার আজ্ঞাবহ। তাই রাজাকে রক্ষা করাই আমার প্রধান দায়িত্ব আর কর্তব্য! [প্রস্থান]

দেবতোষ ॥ মন্ত্রীমশাই, তাহলে রাজাজ্ঞার ওপরেও নিজের আজ্ঞা দিচ্ছেন আজকাল?

আচার্য ॥ রাজাজ্ঞার ওপরে মন্ত্রী কোনো আজ্ঞা দেয়নাকো মহারাজ। তবে, যেখানে ধর্মের প্রশ্ন, সেখানে জেগে ওঠে আচার্য স্বয়ং।

দেবতোষ ॥ আচার্য!

আচার্য ॥ হ্যাঁ, দেবাচার্য! যে দেবাচার্যের নির্দেশে রক্ষা পায় হিন্দুধর্ম, মন্দিরের পবিত্রতা, আর বিধর্মীর হাত থেকে ধর্মকে করে—

দেবতোষ ॥ সে দেবাচার্য তো মরে গেছে সেইদিন, যেইদিন নিজ

হাতে বিষ এনে মহারাজ অবন্তীকে মারার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। সে দেবাচার্য মারা গেছেন সেই মুহূর্তে যে মুহূর্তে ধর্মকে রক্ষার পরিবর্তে রাজ্য শাসনের লোভে আত্মহারা হয়ে মন্ত্রীত্বের আসন গ্রহণ করলেন। সেই দেবাচার্য মরে গেছেন আর একদিন। যেদিন ক্ষমতালোভে আত্মহারা হয়ে নিজে সিংহাসনে বসার জন্য এই হতভাগ্য দেবতোষকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিলেন ঐ শালবনীর মন্দিরে।

আচার্য ॥ (উত্তেজিতভাবে) দেবতোষ···?

দেবতোষ ॥ উত্তেজিত হবেন না। মনে রাখবেন এখানে আপনি মন্ত্রী, আমি রাজা! যাক, শুনুন। আপনি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। আপনার জেনে রাখা ভালো। ঐ মন্দিরে আমি অনেক আগেই সৈন্য পাঠিয়ে সমস্ত অস্ত্র উদ্ধার করেছি। আর ধর্মের বুলি আউড়ে ওদের বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করবেন না। তাহলে নিজেও ঐ জালেই জড়িয়ে পড়বেন। (প্রস্থান)

আচার্য ॥ (ঐদিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে) হুঁ।

[চুপিচুপি চোরের মত প্রবেশ করে জনৈক ব্রাহ্মণ]

ব্রাহ্মণ ॥ আচার্য!

আচার্য ॥ কে? ওঃ! তোরা সব ধরা পড়ে গেছিস। অপদার্থের দল। দূর, দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে। শোন, আমার নাম যেন প্রকাশ না পায়। আমার নাম যদি তোর ঐ মুখ দিয়ে বেরোয় তাহলে চিরকালের মত তোর ঐ মুখ বন্ধ করে দেবো। যা, দূর হয়ে যা অপদার্থ। চাল-

কলা চুরি করে যাদের আত্মসন্তুষ্টি হয়, তাদেরকে দিয়ে কখনো কোনো মহৎ কাজ করানো সম্ভব ? যা, দূর হয়ে যা! (ব্রাহ্মণের প্রস্থান) ভেবেছিলুম, এক অস্ত্রেই আর একটাকে সরানো যাবে। চালে ভুল হয়ে গেল। যাক—। কিন্তু—? জ-য়-ন্ত—? না, প্রিয়তোষ। (খুশী মনে) হ্যাঁ, প্রিয়তোষ। প্রিয়তোষই আমার লক্ষ্য। মা-কালী-করাল-মা-বদনী-মা।

[চোখ দুটো জ্বলতে থাকে আচার্যের। কি যেন পেয়েছে। তাই ছুটে চলে গেল। প্রবেশ করে দেবতোষ। গভীর চিন্তায় মগ্ন, খুব ক্লান্ত। আপনমনে কি যেন বকছে, কিছুই বোঝা যায় না। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা কথা শোনা যাচ্ছে। মঞ্চটা ক্রমশঃ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।]

দেবতোষ ॥ (মাথাটা চেপে ধরে) সকলকেই ফাঁকি দিতে পেরেছি। পারিনি শুধু মনকে। সেখানে প্রতিমুহূর্তে আমি চোর। ওঃ! কি যন্ত্রণা! যেন জমাট বাঁধা অন্ধকারে দেশটা ছেয়ে গেছে। (থেমে) সামান্য একটা খুনের জন্য বিবেকের এত দংশন? মাত্র একটা খুনেই তার ভেতরটা দগ্ধে দগ্ধে মরে যাচ্ছে। না-না দেবতোষ? কেন তুমি ভুলে যাও, তুমি ছিলে বীর সেনানায়ক। রণক্ষেত্রে মৃত মানুষের স্তূপাকারের ওপর দিয়ে তুমি হেঁটে গেছ। কত মানুষের রক্তে স্নান করেছ। কত বীর মানুষের দেহকে ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছ। তখনতো মন এত ভেঙ্গে পড়েনি! তবে—তবে কেন আজ

চঞ্চল হয়েছ ? সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যারা শেষ হয়ে গেছে, তারাও তো মানুষ। তবে, তবে কেন একটা অবন্তীর জন্ত মন দুর্বল হয়ে যায় ? (থেমে হতাশার সুরে) ঠিক, ঠিকই তো। তার মধ্যে ছিল বীরত্ব। যুদ্ধে পরাজিত করে শত্রু বক্ষে তরবারি বিঁধানোর মধ্যে আছে আনন্দ, উল্লাস ! আর, একটা জীবনকে গোপনে মেরে ফেলার মধ্যে লুকিয়ে আছে কাপুরুষতা, আত্মঘাতী বেদনা, বিষাদ—! উঃ।… বিশ্বাসঘাতকতা ! লোভে আত্মহারা হয়ে, বীরত্বকে, মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে কাপুরুষের মত একটা জীবনকে হত্যা করলে ? ছিঃ— ছিঃ— ছিঃ— (একটু থেমে) মানুষ-খুনের মোহের বসে আর একটা খুন করলুম। ভেবেছিলুম, এই খুনই আমার জীবনে এনে দেবে শান্তি ! তার বদলে দিল আমরণ অশান্তি, অনিদ্রা আর অনন্ত জ্বালা (ভেঙে পড়ে) !

[হঠাৎ সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। তার মনে হয় যেন, সিংহাসনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে নরপ্রিয়]

(চীৎকার করে ওঠে) কে— কে ওখানে ?

[ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে জয়ন্ত]

জয়ন্ত ॥ মহারাজ !

দেবতোষ ॥ জয়ন্ত ? ওঃ ! আচ্ছা জয়ন্ত, নরপ্রিয়কে কোনোদিন এই সিংহাসনের আশে-পাশে দেখেছ কি ?

জয়ন্ত ॥ না মহারাজ। কোনোদিন দেখিনি।

দেবতোষ ॥ দেখেছ কি কোনো দিন মহারাজ অবন্তীকে ঐ সিংহাসনে ?

জয়ন্ত ॥ মহারাজ, মনে হয় আপনার নিদ্রায় ব্যাঘাত হয়েছে কোথাও !

দেবতোষ ॥ ঠিক বলেছ ! রাত যত বাড়ে, ভেতরে আর একটা মানুষ জাগে আর তোলপাড় করে।

জয়ন্ত ॥ মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন কেন আপনি ছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষ ! রণক্ষেত্রে আপনার তুলনা নেই।

দেবতোষ ॥ ঠিকই বলেছ। অঙ্কের হিসাবে মানুষ খুনের পাতা বাড়ানোই ছিল আমার বীরত্বের পরিচয়। সে পরিচয় আজ ধুলোয় লুটোচ্ছে !

জয়ন্ত ॥ মহারাজ ?

দেবতোষ ॥ (একটু সামলে নিয়ে) ওঃ হ্যাঁ—কিসব—। যাক, তুমি কি নরপ্রিয়ের সংবাদ পেয়েছ ?

জয়ন্ত ॥ না মহারাজ, এখনও সংবাদ পাওয়া যায় নি। তবে কিছু বিদ্রোহীকে ধরে এনেছি, যারা ঐ নরপ্রিয়র সঙ্গে জড়িত আছে।

দেবতোষ ॥ যাও, তাদের এমন প্রহার করবে, যাতে তাদের বিদ্রোহের বীজ চিরকালের মত শেষ হয়ে যায়।

জয়ন্ত ॥ প্রহার তাদের যথেষ্টই করা হয়েছে মহারাজ। যদি বলেন, এই মুহূর্তেই আপনার সামনে হাজির করতে পারি ঐ আধ-মরা মানুষগুলোকে।

দেবতোষ ॥ যাও নিয়ে এসো। হ্যাঁ, তারা কি কেউ নরপ্রিয়র

সংবাদ দিয়েছে ?

জয়ন্ত ॥ তারা কেউই কথা বলে না। শুধু মার খায়, আছড়ায় আর কাঁদে।

দেবতোষ ॥ যাও, এই মুহূর্তে নিয়ে এসো তাদের।

[জয়ন্তর প্রস্থান। নেপথ্য থেকে চাবুক মারার শব্দ আসে। আর সেই সঙ্গে ভেসে আসে কিছু মানুষের আর্তনাদ।

"—বল্, বলবিনা ?"

"—ওঃ গেলুম—ওঃ—"—]

তাই বারে বারে ভেসে আসে কান্নার রোল। আমি ভাবি, বুঝি মহারাজ অবন্তীর জন্য কেউ কাঁদে।

[পেছন দিকে হাত বাঁধা অবস্থায় প্রবেশ করে তাঁতী, কর্মকার ও আর দু-একজন। সকলেই খালি গা। গায়ে এমন মার মেরেছে যে চাবুকের দাগ রয়েছে। কারুর গায়ে রক্ত ঝরছে। নিজের হেঁটে আসবার শক্তি নেই। সেপাইরা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে আর চাবুক মারছে।] দাঁড়াও। কেন মারছ ঐ নিরীহ মানুষগুলোকে ? ওরা কি অপরাধ করেছে ?

সৈনিক ॥ ওরা দেশদ্রোহী নরপ্রিয়কে গোপনে লুকিয়ে রেখেছে।

দেবতোষ ॥ যাও, চলে যাও এই মুহূর্তে। (সৈনিকরা চলে যায়) আহা, কি মার মেরেছে তোমাদের। তোমাদের দুঃখে আমার মন কাঁদে উঠছে ভাই। তোমাদের কেন মেরেছে

জানি না। এর কৈফিয়ৎ আমি নিশ্চয়ই চাইব। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো ভাই। তবে এ কথাটাও বুঝতে আমি তোমাদের অনুরোধ করবো। তোমরা কাকে বেশী ভালবাস? দেশকে, না দেশের শত্রুকে? দেশকে যদি ভালবাস, তাহলে যে লোক কলিঙ্গ রাজার সঙ্গে চুক্তি করে এ দেশের মাটিকে বেঁচে দিতে চায়, সেই দেশদ্রোহীর শাস্তি দাবি কর, এইটুকুই আমি চাই।

কর্মকার ॥ (কষ্ট হচ্ছে, তবু কথা বলতে চেষ্টা করে) কে দেশদ্রোহী, আমরাতো তা জানি না।

দেবতোষ ॥ জানলে তোমরা তার কি শাস্তি দাবী করবে?

কর্মকার ॥ হ্যাঁ করব।

দেবতোষ ॥ সে হচ্ছে নরপ্রিয়। বলো, সে কোথায়?

কর্মকার ॥ নরপ্রিয় দেশের শত্রু?

দেবতোষ ॥ হ্যাঁ। ঐ নরপ্রিয়ই আমাদের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিতে চায় ঐ কলিঙ্গের রাজার সঙ্গে চক্রান্ত করে। এই দুর্দিনে একমাত্র তোমরাই আমার ভরসা। সত্যি যদি তোমরা দেশের মঙ্গল চাও, তাহলে বল, কোথায় সেই দুর্বৃত্ত? বলো, প্রচুর পুরস্কার পাবে। চুপ করে থেকো না ভাই, বলো—

কর্মকার ॥ আমি জানি।

দেবতোষ ॥ তুমিই সত্যিকারের দেশের বন্ধু। তোমায় রাজকোষ উজাড় করে পুরস্কার দেওয়া হবে। (প্রস্থান)

তাঁতী ॥ কি করলে কর্মকার ?

কামার ॥ নিজেকে বিকিয়ে দিলে ?

তাঁতী ॥ তুমি নিজেরতো ক্ষতি করলেই, দেশ, জাতি সকলেরও সর্বনাশ করলে। এতেও কি তুমি বাঁচতে পারবে ?

কামার ॥ এখনও সময় আছে। পারতো নিজের জীবন দিও, তবু ঐ কথাটা মুখ দিয়ে বার কোরো না।

তাঁতী ॥ কর্মকার, তুমি বেইমান, বিশ্বাসঘাতক।

[দুজন সিপাই নিয়ে প্রবেশ করে আচার্য]

মন্ত্রী ॥ মা-কালী-করালবদনী-মাগো। তা বাবা কর্মকার, তোমার জন্য রাজকোষ খোলা হচ্ছে। তা তুমি কি চাও বাবা ? সোনা ?

কর্মকার ॥ না।

কর্মকার ॥ দানা ?

কর্মকার ॥ না।

মন্ত্রী ॥ হীরে ?

কর্মকার ॥ না।

মন্ত্রী ॥ জহরৎ ?

কর্মকার ॥ না ॥

মন্ত্রী ॥ অর্থের ভাণ্ডার ?

কর্মকার ॥ না—না—না ?

মন্ত্রী ॥ তবে কিসের লোভে বলবে বলেছ ?

কর্মকার ॥ জানি না।

মন্ত্রী ॥ ঠিক আছে কিছু নিতে হবে না। চলো।

কর্মকার ॥ কোথায় ?

মন্ত্রী ॥ যেখানে নরপ্রিয় আছে, সেই জায়গাটা দেখিয়ে দেবে।

কর্মকার ॥ জানি না।

মন্ত্রী ॥ তাই নাকি ? মা-কালী-করাল-বদনী, তুমিই সহায় মা। সেপাই একে একটু ভাল করে দাওয়াই দাও। ওর বড্ড তেল হয়েছে। মা-কালী-করাল-বদনী-মাগো—

[সিপাই দুজন কর্মকারকে ধরে মারতে শুরু করে। কর্মকার চীৎকার করতে থাকে।]

কর্মকার ॥ আঁঃ—আঁঃ—আঁঃ—

মন্ত্রী ॥ হ্যাঁরে তাঁতি, তোরা নাকি শ্রেষ্ঠীতে কাপড় দেওয়া বন্ধ করেছিস ?

তাঁতী ॥ কি করব ! শ্রেষ্ঠী যে আমাদের ঠকায়।

মন্ত্রী ॥ যারা ঠকবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে, তারাও জিততে চায় তাহলে। কে তোদের এই স্পর্দ্ধা দিল ? এ্যাঁ ?

তাঁতী ॥ কেউ নয়। নিজেরাই এক হয়েছি বাঁচবার জন্য।

মন্ত্রী ॥ মা-কালী-করাল-বদনী-মাগো—। তোদের যে বাঁচা দরকার তোরা কি নিজেরাই সেটা ঠিক করছিস রে ?

তাঁতী ॥ আমাদের সহায় যখন আর কেউ নেই আচার্যমশাই, তখন আর কি উপায় আছে বলুন ?

মন্ত্রী ॥ উপায় ! (রেগে) সেপাই—। (সেপাই চাবুকটা এগিয়ে দিল।) মন্ত্রী সপাসপ্ করে তাঁতীকে মারতে থাকে।

তাঁতী চীৎকার করে কাৎরাতে কাৎরাতে পায়ের কাছে পড়ে যায়। মন্ত্রী চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁতীকে একটা লাথি মেরে দূরে ফেলে দেয়। হাতটা মুছে হরিনামের ঝুলিটা হাতে নিয়ে) এই সব অত্যাচার চোখে দেখলে আমার আবার হৃদয়ে ব্যথা লাগে। মা-কালী-করাল-বদনী-মাগো—। পার কর আমারে—!

[প্রবেশ করে জয়ন্ত। হাতে একটা টাকার থলি। মন্ত্রীকে টাকার থলিটা এগিয়ে দিল।]

ওরে কর্মকার এদিকে আয়। (কর্মকার হাঁপাতে হাঁপাতে ওদিকে তাকালো) থলি নিবি ?

কর্মকার ॥ চাই না।

মন্ত্রী ॥ জয়ন্ত, কর্মকারকে নিয়ে গিয়ে এক্ষুনি জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো।

জয়ন্ত ॥ জ্বলন্ত আগুনে জ্যান্ত মানুষ ?

মন্ত্রী ॥ (ধমক দিয়ে) দুর্বলচিত্তে রাজ্যশাসন হয় না। হ্যাঁ, বল্, থলি নিয়ে সুখে ঘর বাঁধবি, না জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিবি ? বলবি না ? নিয়ে যাও একে। বিদ্রোহী হোয়েছ ? যাও নিয়ে যাও।

[সিপাইরা ওকে বেঁধে টানতে থাকে। কর্মকার আর্তনাদ করতে থাকে।]

কর্মকার ॥ ওঃ—ওঃ—ওঃ—।

মন্ত্রী ॥ এখনও সময় আছে। বল্। (একটু থেমে) নিয়ে যাও।

কর্মকার। আমি—আমি—আমি বলবো—

মন্ত্রী। তুমিই সহায় আমার। হরি হে, পার কর আমারে। মা-কালী-করাল-বদনী—আর এক ধাপ আমায় তুলে দে-মা। সিংহাসনটা ছুঁতে আর মাত্র একটা ধাপই বাকী।

॥ পর্দা ॥

॥ নাট্যমুহূর্ত ॥ ॥ সাত ॥

[পর্দা উঠতে দেখা গেল রাজসভায় মহারাজ দেবতোষ বসে আছে। অপরদিকে নরপ্রিয় হাত-বাঁধা অবস্থায়। তার পাশে দু'জন সিপাই। মাঝে মাঝে নেপথ্যে থেকে চিৎকার আসছে।]

দেবতোষ ॥ নরপ্রিয়, তুমি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রজাকুলকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ! এই রাষ্ট্র মনে করে তুমি রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধে অপরাধী।

নরপ্রিয় ॥ অপরাধ থাক আর নাই থাক, তবে একটা অপরাধ সাজানো আপনাদের পক্ষে খুব কষ্টকর নয় যতক্ষণ আপনারা ক্ষমতার আসনে আছেন। তবে এ কথাটাও জেনে রাখতে পারেন, আমি মানুষকে ক্ষেপাইনি। নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ ক্ষেপছে, ক্ষেপবে। আপনাদের ঐ প্রভু-তোষণ নীতিটাই মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে বাধ্য করছে। নীচুতলার মানুষকে শোষণ করছেন, আর ওপরের কয়েকজনকে করছেন তোষণ—

দেবতোষ ॥ থাক! তাই সবার আগে তোমাকেই কারাগারে আবদ্ধ রেখে একবার যাচাই করতে চাই মানুষের মনোবলটা আর কত দূর?

নরপ্রিয়। দেখতে পারেন আপত্তি নেই। তবে একটা কথা জেনে রাখবেন, মনোবল দিনে দিনে আরও বাড়বে। অন্তরের মধ্যে যে অগ্নিদাবানল একবার জ্বলে উঠেছে, তাকে দমন

করার ক্ষমতা কারুর নেই। আজ না হয় কাল সে প্রকাশ পাবেই।

দেবতোষ॥ অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। নিয়ে যাও অন্ধ কারাগারে।

নরপ্রিয়॥ একটা কথা জানবার ইচ্ছে ছিলো।

দেবতোষ॥ বলতে পার।

নরপ্রিয়॥ আপনারা যে গণতন্ত্রের কথা ঘোষণা করেছেন, তার রূপটা কি রকম জানতে ইচ্ছে করে।

দেবতোষ॥ অর্থাৎ?

নরপ্রিয়॥ অর্থাৎ মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, জ্যান্ত মানুষকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা, নিরীহ কৃষক কুলের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা—

দেবতোষ॥ আরও আছে?

নরপ্রিয়॥ সত্যকে সহজভাবে বললে কারাগারে আবদ্ধ রাখা। এর নাম কি গণতন্ত্র?

দেবতোষ॥ সত্য কথা যখন জানতে চেয়েছ, তখন অযথা মিথ্যে বলব না। আমরা ততক্ষণই গণতন্ত্রকে মানতে প্রস্তুত আছি, যতক্ষণ সে গণতন্ত্র আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবেনা। যখনই স্বার্থের বিরুদ্ধে শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে, তখনই তার মৃত্যু অনিবার্য। তোমাদের কণ্ঠরোধ করাটা আমাদের মঙ্গল হবে মনে করেছি বলেই আজ তোমাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হচ্ছে। কাল

আরো অনেককে রাখা হবে। যাও, নিয়ে যাও।

নরপ্রিয় ॥ কিন্তু যে সংগঠিত শক্তি আজ দল বেঁধে উঠেছে তার কণ্ঠ কি ভাবে রোধ করবেন? সে যে শেকল ছিঁড়ে ফেলবে।

দেবতোষ ॥ যাও, নিয়ে যাও।

[নরপ্রিয়কে নিয়ে সিপাই দু'জনের প্রস্থান। প্রবেশ করে মন্ত্রী।]

মন্ত্রী ॥ মহারাজের রাজ্যশাসন দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সত্যি আমাদের সামনে মহারাজ একটা আদর্শ স্থাপন করলেন!

দেবতোষ ॥ কেন মন্ত্রীবর, আপনারা কি ভেবেছিলেন আমি নরপ্রিয়কে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারব না?

মন্ত্রী ॥ এটা যে আমাদের মনের কোণে দানা বাঁধেনি একথা বললে ভুল বলা হবে। তবে এই মুহূর্তে সে ধারণা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস মহারাজ দেবতোষ শুধুমাত্র একজন রাজা নন। আপনি কঠোর এবং কঠিন। (প্রবেশ করে শ্রেষ্ঠী) আসুন, শ্রেষ্ঠী আসুন।

শ্রেষ্ঠী ॥ মহারাজ আপনার রাজ্যে এ কি অরাজকতা?

দেবতোষ ॥ কেন শ্রেষ্ঠী, কি হয়েছে?

শ্রেষ্ঠী ॥ তাঁতীরা সকলে এক হয়ে আমাদের কাপড় দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তারা সমবায় প্রথাতে কাপড় নিজেরা বাজারে বেচার চেষ্টা করছে। তারা আমাদের বয়কট করেছে।

দেবতোষ ॥ নরপ্রিয়কে তো কারাগারে আবদ্ধ করা হয়েছে শ্রেষ্ঠী!

[প্রবেশ করে শঙ্করাদিত্য]

শঙ্করাদিত্য ॥ মহারাজ, একি অরাজকতা! গ্রামের চাষীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তারা নানাভাবে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করছে।

মন্ত্রী ॥ নরপ্রিয় বন্দী, তা স্বত্বেও এতো বিদ্রোহ কেমন করে ঘটে আমার শুধু এইটুকু জানবার ইচ্ছে হয়।

দেবতোষ ॥ তাহলে কি নরপ্রিয়র কথাই সত্যি—! যে অগ্নি দাবানল জ্বলে উঠেছে মানুষের মনের মধ্যে, সে দাবানল দমাবার ক্ষমতা কারুর নেই? আমাদেরও!

মন্ত্রী ॥ আছে মহারাজ, আছে! একমাত্র আপনি নিজে হাতে পারেন দমন করতে।

দেবতোষ ॥ কেমন করে!

শ্রেষ্ঠী ॥ যেমন করেই হোক, এই বিদ্রোহ দমন করতেই হবে।

শঙ্করাদিত্য ॥ নতুবা আমাদের অস্তিত্ব চিরতরে বিলোপ হয়ে যাবে।

দেবতোষ ॥ বলুন মন্ত্রী মহাশয়, কি করলে এই বিদ্রোহকে দমন করা যাবে?

মন্ত্রী ॥ আছে, আছে, আমার হিসাবের খাতায় সব সাজানো আছে। কালী-করাল বন্দী-মা। শুধুমাত্র হুকুমের প্রার্থী। আপনি হুকুম করুন মহারাজ দেখবেন মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বিদ্রোহের আগুন নিভে ছাই হয়ে গেছে। শুধু পরোয়ানার অপেক্ষায় আছি। মা-কালী-করাল বন্দী!

দেবতোষ ॥ সেনানায়ক, যাও এই মুহূর্তে যেসব বিদ্রোহীরা অগ্নি-

দাবানল জ্বালিয়ে তুলেছে, কিম্বা যাকে সন্দেহ হবে এর মধ্যে আগুন আছে, তাদের সকলকে বেঁধে নিয়ে এসো।

শ্রেষ্ঠী ॥ শুধু বেঁধে নিয়ে এলেই চলবে না। আমরা চাই সেই সব রাষ্ট্রদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড। (শঙ্করাদিত্য ও শ্রেষ্ঠীর প্রস্থান)

সেনাপতি ॥ হাঁ, তাই হবে শ্রেষ্ঠী। আমি নিজে তাদের বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেবো। [প্রস্থান]

মন্ত্রী ॥ তথাস্তু। জয়ন্ত, যাও তাকে বেঁধে নিয়ে এসো।

জয়ন্ত ॥ মহারাজের অতি প্রিয় ভাই। তিনি কি এ আজ্ঞা দিতে পারবেন ?

মন্ত্রী ॥ এখানে দয়ার কারবার খোলা হয়নি জয়ন্ত ! পারতে তাকে বাধ্য করা হবে। আর হাঁ, শোনো, তুমি যদি তাকে সেই জায়গা থেকে না নিয়ে এসে দয়াপরবশ হয়ে পাচার করে দাও, তাহলে তোমার মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। একথা জেনো নিশ্চয়ই। কালী কঙ্কাল-বদনী-মা, মা-মাগো—।

জয়ন্ত ॥ এ কি করছেন মন্ত্রীমশাই ! ভাইকে দিয়ে ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড দেওয়াবেন ?

মন্ত্রী ॥ একদিন তুমিই বলেছিলে না জয়ন্ত, রাজার আদেশ পালন করাই তোমার কর্তব্য। ভুলে যেওনা এটা রাজারই আদেশ !

জয়ন্ত ॥ তাহলে মানুষের ভাব ভালবাসা, পাপ পুণ্য সব মিথ্যে ?

মন্ত্রী ॥ কে বলেছে পাপ ? এ জগতে পাপ বলে কিছু নেই। রাজদণ্ড হাতে নিয়ে তুমি যা করবে, সবই হবে পুণ্যের ফল। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রাঃ, সংসারোয়ম্ অতীব বিচিত্রাঃ।

কে পত্নী, কেবা ভ্রাতা ? রাজদণ্ডের কাছে পিতা-পুত্র, ভাই-ভগিনী কেউ নেই।

জয়ন্ত ॥ এর সঙ্গে ন্যায়দণ্ডের কি সম্পর্ক আছে মন্ত্রীমশাই ? আমি যে দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি এর পেছনে রয়েছে একটা হীন ষড়যন্ত্র ! আর সেই চক্রান্তের পুরোহিত যিনি, তাঁকে দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনি হচ্ছেন স্বয়ং আপনি—

মন্ত্রী ॥ (উত্তেজিত হয়ে) জয়ন্ত—! কালী-করাল-বদনী—না থাক। উত্তেজনা আমার শোভা পায় না। শোনো, মহারাজ তোমায় যে আদেশ করেছেন, তা তুমি পালন করতে বাধ্য। কালী-করাল-বদনী—হ্যাঁ, শুনে যাও, মনে রেখো, ঐ শ্রেষ্ঠীরা আর শঙ্করাদিত্য এখন আমারই পেছনে এসে জড়ো হয়েছে। তোমার ঐ পদ ঠিক রাখতে হলে, তার চেয়েও সহজ করে বলা যায়, তোমাকে বেঁচে থাকতে হলে তোমাকেও এই সারিতেই এসে দাঁড়াতে হবে। যাও, আদেশ পালন করো, যাও। (জয়ন্তর প্রস্থান) মা-কালী-করাল-বদনী—, এইবার আমি তোর চামুণ্ডা মূর্তিটা দেখতে চাই মা। কেমন করে তুই নিজের রক্ত নিজে পান করছিস মা। সেই রূপমূর্তিটাই আমার দেখার ইচ্ছে। (প্রস্থান)

[প্রবেশ করে দেবতোষ]

দেবতোষ ॥ অন্ধকারে কস্তুরীর গন্ধ পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। তখন ভেবেছিলাম, না জানি কত সুন্দর ! কত না মহৎ ! যত

কাছে আসছি মনে হয়, পচা দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। উঃ। কি নোংরা, কি দুর্গন্ধ!

[প্রবেশ করে জয়ন্ত। সঙ্গে হাত বাঁধা অবস্থায় প্রিয়তোষ]

জয়ন্ত॥ (করুণ ভাবে) মহারাজ, আমার কাজ আমি সমাপ্ত করে গেলুম। [প্রস্থান]

দেবতোষ॥ একি প্রিয়তোষ? তুই? তোর-ই আমি—এও কি হতে পারে? না-না। এ-এ-এ-কেমন করে সম্ভব? আ-আ—। না-না। আচ্ছা-আচ্ছা প্রিয়তোষ, পারিস না, পারিস না তুই অন্য কোথাও চলে যেতে?

প্রিয়তোষ॥ এ দেশের মাটিকে যে ভালবেসেছি। একে ছেড়ে কোথায় যাবো মহারাজ?

দেবতোষ॥ মহারাজ নয়—মহারাজ নয়। বল্ ভাই, বল দাদা। ওরে আয়, আমাদের সেই রক্তের সম্বন্ধটা একাকার করে দিই। [প্রবেশ করে জয়ন্ত]

জয়ন্ত॥ মহারাজ আসামীকে নিয়ে যেতে হবে।

দেবতোষ॥ ওঃ! হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও।

[জয়ন্ত প্রিয়তোষকে নিয়ে চলে যায়। ঐ দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রবেশ করে দেবাচার্য। চেহারা কাপালিকের মত।]

একি হল প্রভু! শেষে ভাই হয়ে ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

আচার্য ॥ কে বলেছে তোমায় ভাই হয়ে ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছ। এই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি, রাজা তুমি। মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছ তুমি একজন দেশদ্রোহী প্রজাকে।

দেবতোষ ॥ রাজা আমি ?

আচার্য ॥ হ্যাঁ, এই বিরাট সাম্রাজ্যের রাজা তুমি।

দেবতোষ ॥ সত্যি যদি রাজা আমি, তবে কেন—কেনই বা একজনকে ক্ষমা করতে পারব না ? রাজা নয়—তার চেয়ে বলুন কলের পুতুল।

আচার্য ॥ বৎস ! অধীর হোয়ো না।

দেবতোষ ॥ কেমন করে স্থির থাকব, বলে দিন প্রভু। তাহলে কি আজ থেকে যে রাজ্যশাসন করবে, তার কাছে ভাই-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র সব মিথ্যে হয়ে যাবে ?

আচার্য ॥ বৎস, এ আমার কথা নয়, গীতার কথা। স্মরণ করো সেই গীতার বাণীকে—কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে অর্জুন যখন দোদুল্যমান—নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে সঙ্কোচ বোধ করছে সেই মুহূর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, ক্লৈব্যং মাস্মগং পার্থ...............

পার্থ, তুমি ক্লীবত্ব ত্যাগ কর। কে ভাই ? বিধাতা তোমাকে রাজ্যশাসনের জন্যে পাঠিয়েছেন। সেই কাজ সমাধান করাই তোমার কর্তব্য।

[প্রবেশ করে শ্রেষ্ঠী ও শঙ্করাদিত্য]

শ্রেষ্ঠী ॥ বিদ্রোহী নেতাকে পাওয়া গেছে নিশ্চয়ই !

আচার্য ॥ হ্যাঁ পাওয়া গেছে। ঘাতক।

[প্রবেশ করে ঘাতক। হাতে একটা কাগজ। কাগজটা মন্ত্রীর হাতে দিল। মন্ত্রী দেবতোষের সামনে ধরল।]

দেবতোষ ॥ না—না—আমি পারব না, আমি পারব না।

মন্ত্রী ॥ বৃথা সময় নষ্ট কোরোনা, স্বাক্ষর করো।

দেবতোষ ॥ না—না আমি পারব না।

মন্ত্রী ॥ ওঃ—।

শ্রেষ্ঠী ॥ (ইঙ্গিত করে) মন্ত্রী—

মন্ত্রী ॥ সেনানায়ক—

[সংগে সংগে তরবারি এগিয়ে চারধার দিয়ে চারজন সৈনিক এগিয়ে এলো। ঘাতক খাঁড়া উঁচু করে দেবতোষের সামনে ধরল। দেবতোষ বেশ কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নীচু করে কাগজটা হাতে নিল। কলমটা মন্ত্রী এগিয়ে দিল। দেবতোষ কলমটা ধরল।]

আচার্য ॥ আমরা সমাজের কোন নিয়মে চলি না দেবতোষ, আমরা চলি শ্রেষ্ঠর নিয়মে।

• পর্দা •

॥ নাট্যমুহূর্ত ॥ ॥ আট ॥

[কারাগার-এর দৃশ্য। পর্দা উঠতে দেখা গেল সম্মুখে বসে আছে নরপ্রিয়, প্রিয়তোষ আর বিদূষক। দূরে পেছনে বসে বা শুয়ে রয়েছে তাঁতী, কামার ইত্যাদি।]

নরপ্রিয় ॥ বিদূষক, তুমি ভেবেছিলে মহারাজাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে নিজে মুক্তি পাবে।

প্রিয়তোষ ॥ হোলো অন্য রকম। ঐ বিষক্রিয়াতেই তোমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে না?

বিদূষক ॥ আচ্ছা, এর প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে হয়, তোমরা বলতে পারো?

নরপ্রিয় ॥ নিজের আত্মাকে জিজ্ঞেস করো, প্রায়শ্চিত্তর পথ পেয়ে যাবে।

বিদূষক ॥ পাই না— পাচ্ছি না! খালি মনে হয় আর কতদিন এ জ্বালায় জ্বলব? কতদিন?

নরপ্রিয় ॥ যেদিন বুঝতে পারবে, একজন মানুষকে গোপনে হত্যা করে নিজে সুখে থাকা যায় না।

বিদূষক ॥ মহারাজ দেবতোষতো সুখে আছেন। সুখে আছেন মন্ত্রী। আর জেনো, তারাও তো নরহত্যায় লিপ্ত। তারা তো সবাই সুখে আছে।

নরপ্রিয় ॥ কেউ সুখী নয়। এ হতে পারে না। মানুষ লোভের উন্মাদনায় অনেক কিছুই করে ফেলে। দেখা যায় যখন সে উন্মাদনা কেটে যায়, তখনি হয় আত্মউপলব্ধি—। তখনি

ভেতরটা খাঁ খাঁ করে জলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বিদূষক ॥ যে মানুষের আত্ম উপলব্ধি হয়না, তার কি হয়?

নরপ্রিয় ॥ সে উন্মাদ হয়ে যায়। না হয় তার মানবিক সত্তাগুলো নষ্ট হয়ে গিয়ে সে একটা নরপিশাচ হয়ে দাঁড়ায়। তাকে বলা হয় শয়তান!

[বাইরে তুমুল গণ্ডগোল শোনা যায়]

প্রিয়তোষ ॥ বাইরে একটা তুমুল গণ্ডগোল হচ্ছে—

নরপ্রিয় ॥ হ্যাঁ। ওরা নিশ্চয়ই এই রুদ্ধ কারাগারটা ভেঙ্গে ফেলার জন্য এগিয়ে আসছে। এই দাম্ভিক সরকার আর বোধহয় ওদের রুখতে পারল না।

বিদূষক ॥ সেদিন কি আসবে?

নরপ্রিয় ॥ আসবে নিশ্চয়ই আসবে। ঐ আসছে।

[প্রবেশ করে দেবতোষ]

বিদূষক ॥ এ কি? মহারাজ স্বয়ং এসেছেন।

নরপ্রিয় ॥ আমাদের বিদ্রূপ করতে নাকি?

প্রিয়তোষ ॥ নতুন কোনো মৎলব আছে নিশ্চয়ই।

নরপ্রিয় ॥ সত্যি মহারাজ, আপনার রাজত্বে আমরা খুব সুখেই আছি। জনগনের নেতার পোষাকী পোষাকটা এখনো ছাড়েন-নি দেখছি?

[হাতে একটা কাগজ নিয়ে প্রবেশ করে ঘাতক। সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ঘাতক কাগজটা এগিয়ে দেয় প্রিয়তোষের হাতে। সকলেই চমকে ওঠে।]

প্রিয়তোষ ॥ আমার—।

[সকলে একসাথে দেবতোষের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলে নতজানু হয়ে দেবতোষের কাছে বসল।]

সকল ॥ মহারাজ—।

তাঁতী ॥ ওঁকে ছেড়ে দিয়ে আমার—আমার জীবনটা নিন আপনি।

কামার ॥ অমি নিজ হাতে আমার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে দিচ্ছি নিন। তবু প্রিয়তোষকে ছেড়ে দিন।

দেবতোষ ॥ আচ্ছা ঘাতক, আমি যদি বলি ওর মৃত্যুদণ্ড দিও না, তাহলে তোমরা আমার কথা শুনবে ?

ঘাতক ॥ সে কেমন করে হয় মহারাজ ? যে হুকুম আপনি নিজে লিখে দিয়েছেন, সে হুকুমতো আপনার তুলে নেবার অধিকার নেই। তাছাড়া—

দেবতোষ ॥ আচ্ছা, আমি যদি নিজের জীবন দিয়ে ওর মুক্তি চাই ?

ঘাতক ॥ না, তাও হয় না। আসুন।

[প্রিয়তোষ এগিয়ে গেল। দুজন সিপাই দুপাশে দাঁড়াল। প্রিয়তোষ আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। দেবতোষ একই জায়গায় পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। গণ্ডগোলটা আরও বাড়তে থাকে।]

তাঁতী ॥ এখনো আসছে না কেন ? এখনো কি হয়নি সময় ?

কামার ॥ ধনিকের দালালরা নিপাত যাক নিপাত যাক।

নরপ্রিয় ॥ ঐ, ঐ ওরা এসে গেছে ?

দেবতোষ ॥ কারা ?

নরপ্রিয় ॥ যারা নিজের মুক্তি চায়, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়। দাসত্বের এই শেকল যারা ছিঁড়ে ফেলতে চায় তাঁরাই এগিয়ে আসছে !

কামার ॥ ধনিকের দালালরা নিপাত যাক।

সকলে ॥ নিপাত যাক, নিপাত যাক।

নরপ্রিয় ॥ (চিৎকার করে গান ধরে ; সঙ্গে সকলে যোগ দেয়)

কারার ঐ লৌহ কপাট,
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকলপূজার পাষাণ বেদি।
কারার ঐ......................

[সকলে মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে গানটা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।]

[নেপথ্য থেকে বহু কণ্ঠ গান গাইতে গাইতে যেন এগিয়ে আসে, মঞ্চের গানটা থেমে যায়]

দিন এসে গেছে ভাই আজ
পরো শেষ যুদ্ধের সাজ
ধনিকের শোষণের রাজ
ছিন্ন ভিন্ন করো আজ...

(মঞ্চের সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে নেপথ্যের ঐ গানটার সঙ্গে কণ্ঠ মেলায়)

(আস্তে আস্তে পর্দা নেমে যায়।)